টীকা-৬৯. চাই কম হোক অথবা বেশী। 'গণীমত' হচ্ছে সেই সম্পদ, যা কাফিরদের নিকট থেকে যুদ্ধের মধ্যে আধিপত্য ও বিজয়সূত্রে মুসলমানদের অর্জিত হয়। ★

মাস্আলাঃ গণীমতের মাল পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, তন্মধ্যে চার ভাগ বিজয়ী যোদ্ধাদের।

টীকা-৭০. মাস্আলাঃ 'গণীমতের' পঞ্চমাংশকে আবার পাঁচভাগে ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে একভাগ, যা সর্বমোট মালের $\frac{১}{২৫}$ অংশ হয়, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য, এক ভাগ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, বাকী তিন অংশ এতিম, মিস্কীন ও মুসাফিরদের জন্য।

মাস্আলাঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের (ওফাতের) পর হুযূর ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অংশও এতিম, মিস্কীন ও মুসাফিররা পাবে। আর এ পঞ্চমাংশও সেই তিন ধরণের লোকের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এরই অভিমত।

৪১. এবং জেনে রেখো যে, যা কিছু 'যুদ্ধেপ্রাপ্ত পরিত্যক্ত সম্পদ' লাভ করো (৬৯), অতঃপর তার এক পঞ্চমাংশ বিশেষ করে, আল্লাহ্‌র, রসূলের, স্বজনদের, এতিমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদেরই (৭০); যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ্‌র উপর এবং সেটার উপর, যা আমি আমার বান্দার প্রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছি, যেদিন উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলো (৭১); এবং আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ
لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ
اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

৪২. যখন তোমরা উপত্যকার নিকটতম প্রান্তে ছিলে (৭২), আর কাফিররা ছিলো দূরপ্রান্তে, আর কাফেলা (উষ্ট্রারোহী বণিকদল) (৭৩) ছিলো তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে (৭৪); এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে কোন অঙ্গীকার করতে, তবে অবশ্যই যথাসময়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারতে না (৭৫); কিন্তু এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ পূরণ করেন যেই কাজ হবার ছিলো (৭৬), যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন প্রমাণের আলোকে ধ্বংস হয় (৭৭) এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন প্রমাণের আলোকে জীবিত থাকে (৭৮); এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেন, জানেন।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ
لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا
لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى
مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

টীকা-৭১. 'এ দিন' দ্বারা বদর-দিবসই বুঝানো হয়েছে। আর 'উভয় সৈন্যদল' দ্বারা মুসলিম সৈন্যদল ও কাফির বাহিনী বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এ ঘটনা সতের অথবা উনিশে রমযান ঘটেছিলো। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সংখ্যা তিনশ দশ অপেক্ষা কিছু বেশী ছিলো। আর মুশরিকগণ এক হাজারের কাছাকাছি ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (মুশরিকগণ) পরাস্ত করেছেন। আর তাদের মধ্য থেকে সত্তর অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক নিহত হয়েছিলো এবং সমসংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়েছিলো।

টীকা-৭২. যা মদীনা তৈয়্যবাহ্‌র প্রান্তে অবস্থিত,

টীকা-৭৩. ক্বোরাঈশের; যাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান প্রমূখও ছিলো।

টীকা-৭৪. তিন মাইলের দূরত্বে সমুদ্র তীরের দিকে;

টীকা-৭৫. অর্থাৎ যদি তোমরা ও তারা পরস্পর যুদ্ধের কোন সময় নির্দ্ধারিত করতে, অতঃপর তোমাদের নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্রশস্ত্রের অপ্রতুলতা এবং তাদের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা জানতে, তবে তোমরা আতংক ও আশংকার কারণে যুদ্ধের মেয়াদ নির্দ্ধারণ করার মধ্যে মতভেদ করতে।

টীকা-৭৬. অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য ও দ্বীনের সম্মান বর্দ্ধন এবং ইসলামের শত্রুদের ধ্বংসও। এ কারণে তোমাদেরকে তিনি কোন মেয়াদ নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকেই যুদ্ধের সম্মুখীন করে দিয়েছেন।

টীকা-৭৭. অর্থাৎ প্রকাশ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও শিক্ষা গ্রহণের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নেয়ার পর

টীকা-৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক্ব বলেছেন যে, 'ধ্বংস' দ্বারা 'কুফর' এবং 'জীবন' দ্বারা 'ঈমান' বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ'যে, যে কেউ কাফির হয় তার জন্য উচিৎ যেন প্রথমে দলীল প্রতিষ্ঠা করে এবং অনুরূপভাবে, যে ঈমান আনে সেও যেন নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে ঈমান আনে এবং দলীল ও অকাট্য প্রমাণ সহকারে জেনে নেয় যে, এটা সত্য দ্বীন। আর অসৎকর্মপরায়ণের ঘটনা তো সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এরপর যে, সে কুফরকে গ্রহণ করেছে, অহংকার করেছে এবং নিজেকেই ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

★ অথবা এভাবে বলা যায়, মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের ধর্মীয় যুদ্ধের সময় পরাজিত কিংবা পলায়নকারী অমুসলিমের পরিত্যক্ত মালামালকেই 'গণীমতের মাল' বলা হয়।

টীকা-৭৯. এটা আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাত ছিলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের সংখ্যা স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন আর তিনি সেই স্বপ্ন সাহাবীদেরকে বলেছিলেন। এর ফলে তাঁদের সাহস বৃদ্ধি পেয়েছিলো এবং নিজেদের দুর্বলতার কোন আশংকা বাকী থাকেনি। তাঁদের অন্তরে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস সৃষ্টি হয়েছিলো আর তাঁদের হৃদয়-মন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

নবীগণের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। তাঁকে (দঃ) কাফিরদেরকে দেখানো হয়েছিলো এবং এমন সব কাফিরকেও, যারা দুনিয়া থেকে বে-ঈমান হয়ে পরকালের দিকে পাড়ি জমাবে। আর কুফরের উপরই তাদের মৃত্যু হবে। তাদের সংখ্যা স্বল্পই ছিলো। কেননা, যেই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করার জন্য এসেছিলো, তাদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলো, যাদের জীবদ্দশায়ই ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিলো। আর 'স্বপ্নে স্বল্পতা'র ব্যাখ্যা 'দুর্বলতা' দ্বারাই দেয়া হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করে কাফিরদের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন;

টীকা-৮০. এবং অটলতা ও পলায়ন করার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

৪৩. যখন হে মাহবূব! আল্লাহ্ আপনাকে আপনার স্বপ্নে কাফিরদেরকে সংখ্যায় স্বল্প দেখাচ্ছিলেন (৭৯) এবং হে মুসলমানগণ! যদি তিনি তোমাদেরকে তাদেরকে সংখ্যায় অধিক করে দেখাতেন, তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ-বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে (৮০); কিন্তু আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন (৮১)। নিশ্চয়, তিনি অন্তরসমূহের কথা জানেন।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং যখন যুদ্ধের সময় (৮২) তোমাদেরকে কাফিরদের সংখ্যা স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন (৮৩) এবং তোমাদের সংখ্যাও তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন (৮৪), যাতে তিনি সম্পন্ন করেন যে কাজ সম্পন্ন হবার ছিলো (৮৫) এবং আল্লাহ্‌র দিকেই সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন।

রুকূ' – ছয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. হে ঈমানদারগণ! যখন কোন সৈন্যদলের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হয় তখন অবিচল থাকো এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ অধিক পরিমাণে করো (৮৬), যাতে তোমরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারো।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ

৪৬. এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করোনা। করলে পুনরায় সাহস হারাবে এবং তোমাদের সঞ্চিত বায়ু বিলুপ্ত হতে থাকবে (৮৭) এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিঃসন্দেহে,

টীকা-৮১. তোমাদের সাহসহারা হওয়া, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ করা থেকে।

টীকা-৮২. হে মুসলমানগণ!

টীকা-৮৩. হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "তারা আমাদের দৃষ্টিতে এতই স্বল্প দেখাচ্ছিলো যে, আমি আমার পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম, "তোমার ধারণায় কি কাফিরদের সংখ্যা সত্তরজন হবে?" সে বললো, আমার ধারণায় একশ হবে। অথচ তারা ছিলো সংখ্যায় এক হাজার।

টীকা-৮৪. এমন কি আবূ জাহ্‌ল বলেছিলো, "তাদেরকে রশিতেই বন্দী করে নাও।" সে যেন মুসলিম বাহিনীকে এতই স্বল্প সংখ্যক দেখছিলো যে, তাঁদের বিরুদ্ধে হামলা কিংবা যুদ্ধ করার উপযোগীও মনে করছিলো না। আর মুশরিকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা এতো স্বল্প করে দেখানোর মধ্যে এই হিকমত ছিলো যে, মুশরিকগণ যুদ্ধ করার জন্য অটল হয়ে থাকবে, পলায়ন করবে না। এমনি দৃশ্য ছিলো যুদ্ধের প্রাথমিক সময়ে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর তারা মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী দেখতে লাগলো।

টীকা-৮৫. অর্থাৎঃ ইসলামের বিজয়, মুসলমানদের প্রতি সাহায্য, শির্কের মূলোৎপাটন, মুশরিকদের লাঞ্ছনা এবং রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর এ মু'জিযাকে প্রকাশ করা যে, তিনি যা বলেছিলেন তাই ঘটেছে– ক্ষুদ্রদল বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছে।

টীকা-৮৬. তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য প্রার্থনা করতে থাকো,

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, মানুষের সর্বাবস্থায়ই উচিত যেন সে নিজের হৃদয়-মন ও জিহ্বাকে আল্লাহরই স্মরণে রত রাখে এবং কোন দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তাঁর স্মরণ থেকে গাফিল না হয়।

টীকা-৮৭. এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও পদ মর্যাদাহীনতারই কারণ হয়। একথাও বুঝা গেলো যে, পরস্পর বিবাদ থেকে মুক্ত থাকার উপায় হচ্ছে– খোদা ও রসূলের আনুগত্য করা এবং দ্বীনেরই অনুসরণ করা।

টীকা-৮৮. তাদের সাহায্যকারী।

টীকা-৮৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ক্বোরাঈশের কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা বদর প্রান্তরে অতি দম্ভভরেও অহংকারী বেশে এসেছিলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দো'আ করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! এ ক্বোরাঈশগণ এসে পড়েছে। অহংকার ও দম্ভে মাতাল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তোমার রসূলকে অস্বীকার করে। হে আমার প্রতিপালক! এখন ঐ সাহায্য প্রদান করা হোক, যার তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন যে, যখন আবূ সুফিয়ান দেখলেন যে, এখন 'কাফেলা (বনিকদল)-এর কোন ভয় রইলোনা, তখন তিনি ক্বোরাঈশের সৈন্যদলের নিকট খবর পাঠালেন, "তোমরা কাফেলার সাহায্যার্থে এসেছিলে। এখন সেটার জন্য কোন আশংকা নেই। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও।" এর জবাবে আবূ জাহ্‌ল বললো, 'আল্লাহ্‌রই শপথ! আমরা ফিরে যাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বদর-প্রান্তরে অবতরণ করবো। তিন দিন অবস্থান করবো। উট যবেহ করবো। প্রচুর খাবার তৈরী করবো, মদ্যপান করবো, দাসীদের গান-বাদ্য উপভোগ করবো। গোটা আরবদেশে আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়ে যাবে।"

কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট অন্য কিছু মঞ্জুর ছিলো। তারা যখন বদরে পৌঁছলো, তখন তাদেরকে মদের পেয়ালার পরিবর্তে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হলো। দাসীদের গান-বাদ্যের পরিবর্তে আর্তনাদকারীণীরাই আর্তনাদ করলো।

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং একথা বুঝে নেয় যে, গর্ব, লোক দেখানো এবং দম্ভ-অহংকারের, পরিণতি মন্দই হয়ে থাকে। বান্দাদের নিষ্ঠা এবং খোদা ও রসূলের আনুগত্য করাই উচিত।

اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾
وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾

আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮৮)।

৪৭. এবং তাদেরই ন্যায় হবে না, যারা স্বীয় গৃহ হতে বের হয়েছিলো– দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করতে (৮৯); এবং তাদের সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَ
قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ
اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ
نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ
مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ
اللّٰهَ ۚ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং যখন শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে শোভন করেছিলো (৯০) আর বলেছিলো, 'আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হবার মত নেই এবং তোমরা আমার আশ্রয়ে রয়েছো।' অতঃপর যখন উভয় সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হলো, তখন সে উল্টোপদে পালিয়ে গেলো। আর বললো, 'আমি তোমাদের থেকে পৃথক হই (৯১)। আমি তা-ই দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখছোনা (৯২)। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি (৯৩); এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি খুবই কঠিন।'

টীকা-৯০. এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শত্রুতা ও মুসলমানদের বিরোধিতা করার মধ্যে যা কিছু তারা করেছিলো সেজন্য তাদের খুব প্রশংসা করেছে এবং তাদেরকে গর্হিত কার্যাদির উপর অটল থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। আর যখন ক্বোরাঈশগণ বদরে যাবার জন্য ঐকমত্যে পৌঁছলো, তখন তাদের স্মরণ হলো যে, তাদের ও বনূ বকর গোত্রের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে। এ সম্ভাবনা ছিলো যে, তারা এটা ধারণা করে ফিরে যাবার ইচ্ছা করে বসবে। এটা শয়তানের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলো না। এ কারণে, সে এ প্রতারণা করলো যে, সুরাক্বাহ্ ইবনে মালিক ইবনে জা'শম, বনূ কিনানার সরদারের আকৃতি ধারণ করে তাদের সামনে উপস্থিত হলো। আর একটা সৈন্যদল ও একটা ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হলো এবং তাদেরকে বলতে লাগলো, "আমি তোমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না।"

যখন মুসলমান ও কাফিরদের উভয় সৈন্যদল কাতারবন্দী হয়ে পরস্পর সম্মুখীন হলো এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলো। আর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম অভিশপ্ত ইবলীসের দিকে অগ্রসর হলেন, যে সুরাক্বাহ্‌র আকৃতিতে হারিস ইবনে হিশামের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলো, সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার দল সহকারে পলায়ন করলো। হারিস চিৎকার করতে লাগলো, 'সুরাক্বাহ্, সুরাক্বাহ্! তুমি তো আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলে। কোথায় যাচ্ছো?" সে বলতে লাগলো, "আমি দেখছি যা তোমরা দেখছোনা।" এ আয়াতে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৯১. "এবং নিরাপত্তার যেই দায়িত্বভার নিয়েছিলাম তা আমি প্রত্যাহার করছি।" এর জবাবে, হারিস ইবনে হিশাম বললো, "আমরা তোমারই উপর ভরসা করে এসেছিলাম। তুমি কি এমতাবস্থায় আমাদেরকে অপমানিত করবে?" সে বলতে লাগলো–

টীকা-৯২. অর্থাৎ ফিরিশতার সৈন্যবাহিনী।

টীকা-৯৩. কখনো তিনি আমাকে ধ্বংস করে দেন কিনা!

যখন কাফিরগণ পরাস্ত হলো এবং পরাজিত অবস্থায় মক্কা মুকাররামায় ফিরে এলো, তখন তারা একথা ছড়িয়ে দিলো যে, আমাদের এ পরাজয়ের জন্য

রুকূ' – সাত

৪৯. যখন বলছিলো মুনাফিকগণ (৯৪) এবং ঐসব লোক, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে (৯৫), 'এসব মুসলমানকে তাদের দ্বীন প্রতারিত করেছে (৯৬)।' এবং যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে (৯৭), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (৯৮) পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٤٩

৫০. এবং কখনো তুমি যদি দেখতে পেতে যখন ফিরিশতাগণ কাফিরদের প্রাণ হনন করছে, আঘাত করছে তাদের মুখমণ্ডলের উপর এবং তাদের পৃষ্ঠের উপর (৯৯); 'এবং স্বাদ গ্রহণ করো আগুনের শাস্তির।'

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٥٠

৫১. এটা (১০০) হচ্ছে– বদলা সেটারই, যা তোমাদের হস্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছিলো (১০১) এবং আল্লাহ্ বান্দাদের উপর যুলুম করেন না (১০২)।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝٥١

৫২. যেমন ফিরআউনের অনুসারী ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাস (১০৩), তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশগুলোকে অস্বীকার করেছে; অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পাপের জন্য পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, কঠিন শাস্তিদাতা।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٥٢

৫৩. এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায় থেকে, যেই অনুগ্রহ তাদেরকে প্রদান করেছেন তা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা বদলে না যায় (১০৪); এবং আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٥٣

সুরাক্বাহ্ই দায়ী। সুরাক্বাহ্ যখন এ সংবাদ পেলো, তখন সে হতভম্ব হলো এবং বললো, "(তারা) এসব কী বলছে! না, আমি তাদের আগমন সম্পর্কে কিছু জানি, না ফিরে যাওয়া সম্পর্কে কিছু অবহিত আছি। তারা পরাজিত হয়েছে; তখনই আমি শুনলাম।" তখন ক্বোরাঈশগণ বললো, "তুমি অমুক অমুক দিন আমাদের নিকট এসেছিলে।" সে শপথ করে বললো যে, এটা ভুল। তখন তারা বুঝতে পারলো যে, সে শয়তান ছিলো।

টীকা-৯৪. মদীনার

টীকা-৯৫. এরা মক্কা মুকাররমার কিছু লোক ছিলো, যারা ইসলামের কলেমা তো পড়েছিলো, কিন্তু তখনো তাদের অন্তরে সন্দেহ ও সংশয় বিরাজ করছিলো। যখন ক্বোরাঈশের কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হলো, তখন এরাও তাদের সাথে বদরের প্রান্তরে পৌঁছলো। সেখানে গিয়ে মুসলমানদেরকে সংখ্যায় স্বল্প দেখলো। ফলে, তাদের অন্তরে সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেলো এবং ধর্মত্যাগী (মুরতাদ্দ) হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো–

টীকা-৯৬. যে, নিজেদের এমন স্বল্প সংখ্যা সত্ত্বেও এমন এক বিরাট সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–

টীকা-৯৭. এবং নিজের কাজ তাঁরই প্রতি সোপর্দ করে দেয় এবং তাঁর অনুগ্রহ ও ইহসানের উপর চিত্ত-প্রশান্ত থাকে।

টীকা-৯৮. তাঁর রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী,

টীকা-৯৯. লোহার হাতুড়ী, যা আগুনে জ্বলিয়ে লাল করা হয়েছে এবং সেটার যেই আঘাতই লাগে, তাতে আগুন ঝরে ও জ্বলন সৃষ্টি হয়। তা দ্বারা আঘাত করে ফিরিশ্‌তাগণ কাফিরদেরকে বলেন–

টীকা-১০০. মুসীবতসমূহ ও শাস্তি।

টীকা-১০১. অর্থাৎ যা তোমরা অর্জন করেছো– কুফর ও নির্দেশ অমান্য করা

টীকা-১০২. কাউকেও বিনা দোষে শাস্তি দেন না এবং কাফিরকে শাস্তি দেয়া ন্যায়-বিচারই।

টীকা-১০৩. অর্থাৎ এসব কাফিরদের অভ্যাস কুফর ও অবাধ্যতার মধ্যে, ফিরআউনী ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই। সুতরাং যেভাবে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো, এদেরকেও বদরের দিন হত্যা ও গ্রেফতারের শাস্তিতে আক্রান্ত করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন যে, যেভাবে ফিরআউনের অনুসারীগণ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়্যতকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে তাঁকে অস্বীকার করেছিলো, এ-ই অবস্থা এসব লোকেরও যে, তারা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালতকেও জেনে-চিনে অস্বীকার করে।

টীকা-১০৪. এবং তদপেক্ষা অধিক খারাপ অবস্থার শিকার না হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কাফিরদেরকে জীবিকা দান করে ক্ষুধার কষ্ট দূরীভূত করেছিলেন, নিরাপত্তা প্রদান করে ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের নিকট স্বীয় হাবীব (বন্ধু) বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবী করে প্রেরণ করেছেন। তারা এসব নি'মাতের উপর কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করেনি; বরং এতদস্থলে, এ অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিলো যে, তারা নবী (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-কে অস্বীকার করেছিলো, তাঁর রক্তপাতের জন্য উদ্যত হয়েছিলো এবং মানুষকে সত্য পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলো।

সুদ্দী বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র নি'মাত (অনুগ্রহ) হচ্ছে– নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. যেমন ফিরআউনের অনুসারী ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাস, তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শগুলোকে অস্বীকার করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের গুনাহর কারণে ধ্বংস করেছি এবং আমি ফিরআউনের অনুসারীদেরকে নিমজ্জিত করেছি (১০৫) এবং তারা সকলেই যালিম ছিলো।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. নিশ্চয় সমস্ত জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহ্‌র নিকট তারাই, যারা কুফর করেছে এবং ঈমান আনে না।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. ঐসব লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছিলেন, অতঃপর প্রত্যেকবার (তারা) তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে (১০৬) এবং ভয় করেনা (১০৭)।

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. সুতরাং যদি তোমরা তাদেরকে কোন যুদ্ধের মধ্যে পাও, তবে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করো, যা দ্বারা তাদের পশ্চাতে যারা আছে, তাদেরকে বিতাড়িত করো (১০৮), এ আশায় যে, হয়ত তাদের শিক্ষা হবে (১০৯)।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. এবং যদি আপনি কোন সম্প্রদায় থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা করেন (১১০) তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করুন সমানভাবে (১১১)। নিঃসন্দেহে, বিশ্বাস ভঙ্গকারীগণ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়।

রুকূ' - আট

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯. এবং কখনো কাফিরগণ যেন এ অহংকারের মধ্যে না থাকে যে, তারা (১১২) হাতের নাগাল থেকে বের হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে তারা হতবল করছেনা (১১৩)।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

৬০. এবং তাদের (মুকাবিলার) জন্য প্রস্তুত রাখো যে শক্তি তোমাদের সাধ্যে রয়েছে (১১৪)

টীকা-১০৫. অনুরূপই এসব ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফির, যাদেরকে বদরে ধ্বংস করা হয়েছিলো।

টীকা-১০৬. শানে নুযূলঃ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ (নিশ্চয় নিকৃষ্টতম জীব) এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ বনী ক্বোরায়যার ইহুদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের সাথে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চুক্তি ছিলো যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, না তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য করবে। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং মক্কার মুশরিকগণ যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, তখন তারা হাতিয়ার দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছে। অতঃপর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, "আমরা ভুলে ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের ত্রুটি হয়েছে।" অতঃপর, পুনরায় অঙ্গীকার করলো এবং তাও ভঙ্গ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, কাফিরগণ সমস্ত জীবজন্তু থেকেও নিকৃষ্ট এবং কুফর করা সত্ত্বেও অঙ্গীকারও ভঙ্গ করেছে। এটা তো আরো অধিক মন্দ।

টীকা-১০৭. আল্লাহ্‌কে, না চুক্তি ভঙ্গ করার মারাত্মক পরিণতিকে; না তাতে লজ্জাবোধ করে। অথচ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট লজ্জাজনক অপরাধ। আর চুক্তিভঙ্গকারী সবার নিকট অনির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। তাদের লজ্জাহীনতা যখন এ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো, তখন নিঃসন্দেহে তারা জীবজন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর।

টীকা-১০৮. এবং তাদের সাহস ভেঙ্গে দাও ও তাদের দলগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দাও,

টীকা-১০৯. এবং তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

টীকা-১১০. এবং এমন চিহ্ন ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করবে এবং চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেনা।

টীকা-১১১. অর্থাৎ তাদেরকে সেই চুক্তির বিরোধিতা করার পূর্বে অবহিত করে দাও যে, "তোমাদের চুক্তি ভঙ্গের আভাস পাওয়া গেছে;" সুতরাং সেই চুক্তির আর কোন নির্ভরযোগ্যতা রইলো না, সেটা পালনও করা হবে না।

টীকা-১১২. বদরের যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে হত্যা ও গ্রেফতার থেকে বেঁচে গেছে এবং মুসলমানদের–

টীকা-১১৩. নিজেদের গ্রেফতারকারী-দেরকে। এরপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে–

টীকা-১১৪. চাই, তা হাতিয়ার হোক, কিংবা কিল্লা হোক, অথবা তীরান্দাজি হোক। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের তাফসীরের মধ্যে 'শক্তি'-এর অর্থ 'রামী' অর্থাৎ 'তীর নিক্ষেপের কৌশল' বলেছেন।

টীকা-১১৫. অর্থাৎ কাফিরগণ- চাই মক্কাবাসীরা হোক অথবা অন্যান্যরা।

টীকা-১১৬. ইবনে যায়দের অভিমত হচ্ছে- এখানে 'অন্যান্যদের' দ্বারা 'মুনাফিকদের' বুঝানো হয়েছে। হাসানের অভিমত অনুযায়ী 'কাফির জিন্'।

টীকা-১১৭. সেটার পরিপূর্ণ প্রতিদান মিলবে

টীকা-১১৮. তাদের থেকে সন্ধি গ্রহণ করে নাও!

টীকা-১১৯. এবং সন্ধির ইচ্ছা প্রতারণার জন্যই প্রকাশ করে,

وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

এবং যতসংখ্যক ঘোড়া বাঁধতে পারো যে, তা দ্বারা তাদেরই অন্তরে ভীতির সঞ্চার করো যারা আল্লাহ্‌র শত্রু এবং তোমাদের শত্রু (১১৫); এবং তারা ব্যতীত অন্যান্যদের অন্তরে, যাদেরকে তোমরা জানোনা (১১৬) এবং আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। আর আল্লাহ্‌র পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে (১১৭) এবং কোন প্রকার ক্ষতির মধ্যে থাকবেনা।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

৬১. এবং তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকবে (১১৮) এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখো। নিঃসন্দেহে, তিনিই হন শ্রোতা, জ্ঞাতা।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায় (১১৯), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই আপনার জন্য যথেষ্ট; তিনি ঐ সত্তা, যিনি আপনাকে শক্তি প্রদান করেছেন স্বীয় সাহায্য এবং মু'মিনদের দ্বারা।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. এবং তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন (১২০)। যদিও তোমরা দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবই ব্যয় করে ফেলতে, তবুও তোমরা তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন করতে পারতে না (১২১); কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অন্তরসমূহকে ভালবাসা দ্বারা মিলিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়, তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! আল্লাহ্ আপনার জন্য যথেষ্ট এবং এ যতসংখ্যক মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছে (১২২)।

টীকা-১২০. যেমন-'আউস' ও 'খায্‌রাজ' গোত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; অথচ তাদের মধ্যে একশ বছরের অধিককালের শত্রুতা ছিলো এবং বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকতো। এটা শুধু আল্লাহ্‌রই করুণা।

টীকা-১২১. অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের সমস্ত উপায় অকেজো হয়ে পড়েছিলো। অন্য কোন বিকল্পই বাকী থাকেনি। অতি ছোট ছোট কথার উপর বিগড়ে যেতো এবং শত শত বছর যাবৎ যুদ্ধ স্থায়ী হতো। কোন প্রকারেই দু'টি হৃদয় মিলিত হতে পারতোনা। যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, আর আরবের লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনলেন এবং তাঁরা তাঁরই অনুসরণ করলেন তখন উক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো এবং হৃদয়সমূহ থেকে দীর্ঘদিনের পুরানা শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে গেলো আর ঈমানী ভালবাসা সৃষ্টি হলো। এটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমুজ্জ্বল মু'জিযা।

টীকা-১২২. শানে নুযূলঃ হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর ঈমান আনার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন মাত্র ৩৩ জন পুরুষ ও ৬ জন রমণী ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন, তখন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে, এ আয়াত শরীফ 'মক্কী'। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে এটাকে 'মাদানী' সূরার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বেই নাযিল হয়েছে। এতদ্‌ভিত্তিতে, এ আয়াত শরীফ 'মাদানী।"

আর 'মু'মিনগণ' দ্বারা এখানে, এক অভিমতানুসারে, আন্‌সারকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য অভিমতানুসারে, সমস্ত মুহাজির ও আনসার উভয়কেই বুঝানো উদ্দেশ্য।

টীকা-১২৩. এটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ যে, মুসলিম বাহিনী যদি ধৈর্যশীল থাকেন, তবে আল্লাহ্র সাহায্যক্রমে, তাঁরা দশগুণ কাফিরের উপর বিজয়ী থাকবেন। কেননা, কাফিরগণ মূর্খ এবং যুদ্ধের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য না সাওয়াব লাভ করা, না আযাবের ভয়; পশুদের মতো যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বেড়ায় মাত্র। সুতরাং আল্লাহ্রই জন্য যুদ্ধকারীদের মুকাবিলায় কিভাবে তারা টিকে থাকতে পারবে?

বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলে তখন মুসলমানদের উপর এটা ফরয করে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের একজন দশজন কাফিরের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করবেনা। অতঃপর আয়াত اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন এটা অপরিহার্য করা হয়েছে যে, একশ জন দু'শ জনের মুকাবিলায় অটল থাকবে। অর্থাৎ 'দশগুণের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করা'র 'ফরয হওয়া' (অপরিহার্যতা) রহিত হয়ে গেছে। আর দ্বিগুণ লোকের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

টীকা-১২৪. এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের হত্যার ক্ষেত্রে অতিশয়তা অবলম্বন করে কুফরের লাঞ্ছনা ও ইসলামের গৌরবকে প্রকাশ করবেন না;

রুকূ' - নয়

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা! মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকে, তাহলে কাফিরদের এক সহস্রের উপর বিজয়ী হবে; এ জন্য যে, তারা বোধশক্তি রাখেনা (১২৩)।

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. এখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর থেকে ভার লাঘব করেছেন এবং তিনি অবগত আছেন যে, তোমরা দুর্বল। সুতরাং যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকে, তবে তারা দু'সহস্রের উপর বিজয়ী হবে- আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে; এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾

৬৭. কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, কাফিরদেরকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত যমীনে তাদের খুন ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করা হবেনা (১২৪); তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করে থাকো (১২৫) এবং আল্লাহ্ চান আখিরাত (১২৬); এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

শানে নুযূলঃ মুসলিম শরীফ ইত্যাদির হাদীসসমূহে বর্ণিত হয় যে, বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফিরকে বন্দী করে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির করা হলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে সাহাবা কেরামের পরামর্শ চাইলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) আরয করলেন, "এরা আপনারই সম্প্রদায় ও গোত্রের লোক। আমার অভিমত হচ্ছে এ যে, তাদেরকে 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) নিয়ে ছেড়ে দেয়া হোক। এ'তে মুসলমানদের শক্তিও বাড়বে। আর এ'তে আশ্চর্যেরও কি আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন?" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "এসব লোক আপনাকে অস্বীকার করেছে। আপনাকে মক্কা মুকাররামায় থাকতে দেয়নি। এরা কাফিরদের নেতা ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের শিরশ্ছেদ করুন! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে 'ফিদিয়া'র মুখাপেক্ষী করেননি। আলী মুরতাদাকে আক্বীলের, হযরত হামযাহ্কে আব্বাসের এবং আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনের শিরশ্ছেদের জন্য নিয়োজিত করুন!"

শেষ পর্যন্ত 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) নেয়ার প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিলো, অতঃপর যখন 'ফিদিয়া' গ্রহণ করা হলো তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১২৫. এ সম্বোধন মু'মিনদেরকে করা হয়েছে। আর 'মাল' (সম্পদ) দ্বারা 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১২৬. অর্থাৎ তোমাদের জন্য পরকালের সাওয়াব, যা কাফিরদেরকে হত্যা করা ও ইসলামের সম্মান বৃদ্ধির জন্য অবধারিত। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, "এ নির্দেশ বদরে ছিলো, যখন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প ছিলো। অতঃপর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁরা আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে, শক্তিশালী হলেন, তখন যুদ্ধবন্দীদের প্রসঙ্গে এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলো فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً (অর্থাৎ হয়ত তাদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিন অথবা মুক্তিপণ নিন)। আর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মু'মিনদেরকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন যে, হয়তো কাফিরদেরকে হত্যা করবেন, নতুবা তাদেরকে 'দাস' করে রাখবেন কিংবা 'ফিদিয়া' গ্রহণ করবেন অথবা আযাদ করে দেবেন।"

বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ মাথাপিছু চল্লিশ 'আউক্বিয়া' স্বর্ণ ছিলো, যা ষোলশ দিরহামের সমমূল্যেরই দাঁড়ায়, নির্ধারণ করা হয়েছিলো।

টীকা-১২৭. তা হচ্ছে- 'ইজতিহাদ'-এর উপর আমলকারীদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা। এখানে সাহাবীগণ 'ইজ্‌তিহাদ' করেছিলেন এবং তাঁদের চিন্তাধারায় এ কথাই এসেছিলো যে, কাফিরদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার মধ্যে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, আর মুক্তিপণ (ফিদিয়া) গ্রহণ করার মধ্যে ধর্মের শক্তি অর্জিত হবে। কিন্তু, এ কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়নি যে, হত্যা করার মধ্যে ইসলামের সম্মানবৃদ্ধি রয়েছে এবং কাফিরদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন রয়েছে।

মাস্‌আলাঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ ধর্মীয় মামলায়, সাহাবা কেরামের মতামত জানতে চাওয়া, 'ইজতিহাদ করা শরীয়ত সম্মত' হবার প্রমাণ বহন করে। অথবা لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ দ্বারা সেটাই বুঝানো হয়েছে, যা তিনি 'লওহ-ই-মাহ্‌ফূয'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা হচ্ছে- "বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীকে আযাব করা হবেনা।"

টীকা-১২৮. যখন উপরোল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা তা (ফিদিয়া) গ্রহণ করা থেকে হাত রুখে নিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে, "তোমাদের গণীমতসমূহ হালাল করা হয়েছে; সুতরাং সেগুলো আহার করো।"

সহীহাঈন (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য গণীমতের মালামাল হালাল করেছেন। আমাদের পূর্বে অন্য কোন জাতির জন্য তা হালাল করা হয়নি।

টীকা-১২৯. এ আয়াত হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হন। তিনি ক্বোরাঈশ গোত্রীয় সেই দশজন সরদারের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর রসদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলো। আর তিনি সেই ব্যয়ভার বহন করার জন্য 'বিশ আউক্বিয়া' ★ স্বর্ণ সাথে নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন খাদ্য সরবরাহের পালা তাঁর উপর সাব্যস্ত হয়েছিলো, বিশেষ করে সেদিনই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। আর যুদ্ধের মধ্যে খানা খাওয়ানোর সুযোগই হয়নি। ফলে, সে-ই বিশ আউক্বিয়া স্বর্ণ তাঁরই নিকট অবশিষ্ট রয়ে গেলো। যখন তিনি গ্রেফতার হলেন এবং ঐ স্বর্ণ তাঁর নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত করা হলো, তখন তিনি আরয করলেন যেন তাঁর সেই স্বর্ণ 'মুক্তিপণ' হিসেবে গ্রহণ করা হয়; কিন্তু রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আর এরশাদ করলেন, "যে বস্তু আমাদের বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য এনেছেন, তা ছাড়া হবেনা।"

৬৮. যদি আল্লাহ্ পূর্বেই একটা কথা (বিধান) লিপিবদ্ধ না করতেন (১২৭) তবে, হে মুসলমানগণ! তোমরা যা কাফিরদের নিকট থেকে 'মুক্তিপণের মাল' গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি আসতো।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯. সুতরাং তোমরা আহার করো যে-ই গণীমত (যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মাল) তোমরা লাভ করেছো, বৈধ ও পবিত্র (১২৮); এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

রুকূ' - দশ

৭০. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা; যে সব যুদ্ধ-বন্দী আপনাদের করায়ত্বে রয়েছে তাদেরকে বলুন (১২৯), 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু জানেন (১৩০), তবে তোমাদের নিকট থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে (১৩১)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ

হযরত আব্বাসের উপর তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আক্বীল ইবনে আবূ তালিব এবং নওফল ইবনে হারিসের মুক্তিপণের দায়িত্বভারও বর্তানো হলো। তখন হযরত আব্বাস আরয করলেন, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি আমাকে কি এমনি অবস্থায় ছেড়ে দিতে চান যে, আমি আমার বাকী জীবনটা ক্বোরাঈশদের থেকে ভিক্ষা করেই অতিবাহিত করবো?" তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "অতঃপর ঐ স্বর্ণ কোথায়, যা তোমাদের মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে রওনা দেয়ার সময় তোমার স্ত্রী উম্মুল ফযল মাটিতে পুঁতে রেখেছিলো? আর তুমিও তাদেরকে বলে এসেছো, "আমার জানা নেই যে, আমার উপর কি ঘটনা ঘটবে। যদি আমি যুদ্ধে নিহত হই, তবে এটুকু তোমার এবং আবদুল্লাহ্ ও ওবায়দুল্লাহ্‌র, ফযল ও কুসুমের'?" (এরা সবাই তাঁর সন্তান।) হযরত আব্বাস আরয করলেন, "আপনি কীভাবে জানেন?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমাকে আমার প্রতিপালক অবগত করেছেন।" এর উপর হযরত আব্বাস আরয করলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি সত্য এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় আপনি তাঁরই বান্দা ও রসূল। আমার এ রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ অবহিত ছিলেন না।" হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় দু' ভ্রাতুষ্পুত্র আক্বীল ও নওফলকেও নির্দেশ দিলেন যেন তারাও ইসলাম কবূল করেন।

টীকা-১৩০. নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও নিয়তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে,

টীকা-১৩১. অর্থাৎ 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ)।

★ এক আউক্বিয়া = ৪০ দিরহাম (তোলা)।

টীকা-১৩২. যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাহরাঈনের মাল আসলো, যার পরিমাণ ছিলো আশি হাজার, তখন হুযূর যোহরের নামাযের জন্য ওযূ করলেন এবং নামাযের পূর্বেই সম্পূর্ণ মাল বন্টন করে দিলেন। আর হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-কে বললেন, "এ থেকে নাও।" সুতরাং তিনিও যতটুকু বহন করতে পারতেন ততটুকুই নিলেন এবং বলছিলেন, "এটুকু ঐ মাল থেকে উত্তম, যা আল্লাহ্ আমার নিকট থেকে নিয়েছেন। আর আমি তাঁরই মাগফিরাতের আশা পোষণ করি।" আর তাঁর বদান্যতার এমন অবস্থা হলো যে, তাঁর বিশজন ক্রীতদাস ছিলো। সবাই ছিলো ব্যবসায়ী। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম মূলধন যার ছিলো, তার মূলধনের পরিমাণ ছিলো 'বিশ হাজার।'

টীকা-১৩৩. সেই বন্দীগণ।

خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

তা অপেক্ষা উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৩২)।

وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭১. এবং হে মাহবূব! যদি তারা (১৩৩) আপনার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চায় (১৩৪), তবে এর পূর্বে (তারা) আল্লাহ্‌র সাথেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, যার উপর তিনি এতকিছু আপনার করায়ত্বে দিয়ে দিয়েছেন (১৩৫); এবং আল্লাহ্ জ্ঞাতা, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র জন্য (১৩৬) ঘরবাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজ সম্পদ ও জীবনসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করেছে (১৩৭); এবং ঐসব লোক, যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে (১৩৮) তারা পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী (১৩৯)। আর ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে (১৪০) এবং হিজরত করেনি তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছুরই তোমরা মালিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করে এবং যদি তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর অপরিহার্য; কিন্তু এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখছেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. এবং কাফিরগণ পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী (১৪১); এমন না করলে যমীনে ফিত্না ও বড় ফ্যাসাদ হবে (১৪২)।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানের জীবিকা (১৪৩)।

টীকা-১৩৪. আপনার বায়'আত থেকে ফিরে গিয়ে এবং কুফর অবলম্বন করে।

টীকা-১৩৫. যেমন, তারা বদরের মধ্যে দেখছে যে, নিহত হয়েছে ও গ্রেফতার হয়েছে। ভবিষ্যতেও যদি তাদের রীতিনীতি অনুরূপই থেকে যায়, তবে তাদের উচিৎ যেন তারা সেটারই আশাবাদী থাকে;

টীকা-১৩৬. এবং তাঁরই রসূলের ভালবাসায় তারা নিজেদের

টীকা-১৩৭. এঁরা হচ্ছেন– প্রথম পর্যায়ের হিজরতকারী;

টীকা-১৩৮. মুসলমানদের; এবং তাঁদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁরা হলেন– 'আন্‌সার'। এ-ই মুহাজিরগণ ও আনসার– উভয়ের উদ্দেশ্যে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৩৯. মুহাজির আনসারের এবং আনসার মুহাজিরের। এ উত্তরাধিকারের বিধান আয়াত–

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১৪০. এবং মক্কা মুকার্‌রামার মধ্যেই বসবাস করতে থাকেন

টীকা-১৪১. তাদের ও মু'মিনদের মধ্যে উত্তরাধিকার নেই। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও উত্তরাধিকার স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর মুসলমানদের উপর পরস্পর মেলমেশা রাখা অপরিহার্য করা হয়েছে।

টীকা-১৪২. অর্থাৎ যদি মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা না থাকে এবং তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে এক শক্তিতে পরিণত না হয়, তবে কাফিরগণ অধিক শক্তিশালী হবে ও মুসলমানগণ হবে দুর্বল। আর এটা হবে মহা ফিত্না ও ফ্যাসাদ।

টীকা-১৪৩. প্রথমোক্ত আয়াতে মুহাজিরগণ ও আনসারের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ এবং তাঁদের মধ্যে একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতাকারী হবার বর্ণনা ছিলো। এ আয়াতের মধ্যে উভয়ের ঈমানের সত্যায়ন এবং তাঁদের, আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণার অবতরণস্থল হবার উল্লেখ রয়েছে।

টীকা-১৪৪. এবং তোমাদেরই হুকুমের মধ্যে হে মুহাজিরগণ ও আনসার! মুহাজিরদের কয়েকটা স্তর রয়েছে–

এক) তাঁরাই, যাঁরা প্রথমবারেই মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করেছেন। তাঁদেরকে বলা হয়- مُهَاجِرِيْنَ اَوَّلِيْنَ বা 'প্রথম স্তরের মুহাজিরগণ'।

দুই) ঐ হযরতগণই, যাঁরা প্রথমে 'হাবশা' (আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া)-এর প্রতি হিজরত করেছিলেন। অতঃপর মদীনা তৈয়্যবায় দিকে (হিজরত করেন)। তাঁদেরকে اَصْحَابُ الْهِجْرَتَيْنِ বা 'দু'বার হিজরতকারী' বলা হয়।

তিন) কোন কোন হযরত এমনও রয়েছেন, যাঁরা (ঐতিহাসিক) 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র পর এবং মক্কা-বিজয়ের পূর্বে হিজরত করেন। তাঁদেরকে '২য় স্তরের মুহাজির' বলা হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথম স্তরের মুহাজিরদের উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের মুহাজিরদের (কথা উল্লেখ করা হয়েছে)।

টীকা-১৪৫. এ আয়াত দ্বারা হিজরতের মাধ্যমে যে-ই উত্তরাধিকারের বিধান ছিলো তা রহিত হয়ে গেছে। আর আত্মীয়গণের উত্তরাধিকার সূত্রই প্রমাণিত হলো। ★

****

টীকা-১. 'সূরা তাওবা' মাদানী; কিন্তু এর শেষাংশের আয়াতদ্বয় لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ থেকে শেষ পর্যন্তকে আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ 'মক্কী' বলেছেন। এ সূরার ১৬টি রুকূ' ১২৯টি আয়াত, ৪০৭৮টি পদ এবং ১০,৪৮৮টি বর্ণ আছে।

এ সূরার ১০টি নাম আছে। তন্মধ্যে 'তাওবা' ও 'বারা'আত' দু'টি নাম প্রসিদ্ধ। এ সূরার প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্' লেখা হয়নি। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে– হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এ সূরার সাথে 'বিসমিল্লাহ্' নিয়ে অবতীর্ণ হননি। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বিস্‌মিল্লাহ্' লেখার নির্দেশ দেননি।

হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-থেকে বর্ণিত, "বিস্‌মিল্লাহ্ হচ্ছে নিরাপত্তা।" আর সূরাটা তরবারি দিয়ে নিরাপত্তা উড়িয়ে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম বোখারী হযরত বারা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, ক্বোরআন করীমের সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ এ সূরা'ই অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২. আরবের মুশরিকগণ ও মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি ছিলো। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য সবই চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। সুতরাং সেই চুক্তি ভঙ্গকারীদের চুক্তি বাতিল করা হলো। আর নির্দেশ দেয়া হলো যে, চার মাস যাবৎ তারা নিরাপত্তার সাথে যেখানে চায় চলাফেরা করতে পারবে; (এ সময়সীমা'র মধ্যে) তাদের উপর কোনরূপ বাধা-বিপত্তি আরোপ করা হবেনা। এ সময়সীমার মধ্যে তাদের জন্য সুযোগ ছিলো– খুব ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নেবে যে, তাদের জন্য কোন্‌টা মঙ্গলময়। আর নিজেদের জন্য সতর্কতার পথ বেছে নেবে এবং জেনে নেবে যে, এ সময়সীমার পর হয়ত ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা হত্যা।

এ সূরা নবম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের এক বৎসর পর অবতীর্ণ হয়েছে। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বৎসর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'আমীরুল হজ্জ' (হজ্জ পরিচালক) হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর পরে আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হাজীগণের জমায়েতে এ সূরা শুনিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

সুতরাং হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ১০ই যিলহজ্জ 'জামরা-ই-আক্বাবাহ্'-র পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন– يَاَيُّهَا النَّاسُ "(হে লোকেরা!) আমি তোমাদের প্রতি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি।" লোকেরা বললো, "আপনি কি পয়গাম নিয়ে এসেছেন?" অতঃপর তিনি এ সূরা মুবারকের ৩০ অথবা ৪০ খানা আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর বললেন, "আমি চারটা নির্দেশ নিয়ে এসেছি:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾	৭৫. এবং যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছে তাঁরাও তোমাদের অন্তর্ভূক্ত (১৪৪); এবং আত্মীয়গণ একে অপর অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী আল্লাহর কিতাবের মধ্যে (১৪৫)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন। ★

সূরা তাওবা

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّ اٰيَاتُهَا ١٢٩ وَ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

সূরা তাওবা মাদানী (৯)	হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ	আয়াত-১২৯ রুকূ'-১৬

রুকূ' – এক

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١﴾	১. দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির হুকুম শুনানো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে ঐসব মুশ্‌রিককে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ছিলো এবং তারা সেটার উপর অটল থাকেনি (২)।

★ 'সূরা আন্‌ফাল' সমাপ্ত।

১) এ বছরের পর কোন মুশরিক কা'বা মু'আয্যামার পার্শ্বে আসতে পারবেনা।

২) কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে কা'বা মু'আয্যামার 'তাওয়াফ' করতে পারবেনা।

৩) জান্নাতে মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবেনা এবং

৪) যাদের সাথে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চুক্তি রয়েছে সেই চুক্তি আপন মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। আর যে চুক্তির সময়সীমা নির্দ্ধারিত হয়নি তার মেয়াদ (আগামী) চারমাস অতিবাহিত হবার সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যাবে।"

মুশরিকগণ একথা শুনে বললো, "হে আলী! আপনার চাচার সন্তান (অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সংবাদ দিয়ে দিন যে, আমরা চুক্তি পৃষ্ঠ-পেছনে নিক্ষেপ করলাম। আমাদের ও তাঁর মধ্যে আর কোন চুক্তি নেই– তীরের খেলা ও তরবারির আঘাত ব্যতীত।"

এ ঘটনায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খলীফা নিযুক্ত হবার প্রতিও এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। তা হচ্ছে– হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবূ বকরকে 'আমীরুল হজ্জ' করে পাঠিয়েছিলেন। আর হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে তাঁর পেছনে 'সূরা বারা-আত' পাঠ করে শুনানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং হযরত আবূ বকর ইমাম হলেন এবং হযরত আলী মুরতাদা হলেন মুক্তাদী। (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা।) এ থেকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের হযরত আলী মুরতাদার চেয়ে অগ্রণী হওয়া প্রমাণিত হলো।

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝

২. অতঃপর (তোমরা) চারমাস যমীনে চলাফেরা করো এবং জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না (৩) এবং এ যে, আল্লাহ্ কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন (৪)।

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

৩. এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা দিচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত লোকের মধ্যে মহান হজ্জের দিনে (৫) যে, আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট মুশরিকদের উপর এবং তাঁর রসূলও; সুতরাং যদি তোমরা তাওবা করো (৬), তবেই তোমাদের কল্যাণ। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও (৭), তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ঠেকাতে পারবে না (৮) এবং কাফিরদেরকে সুসংবাদ শুনাও বেদনাদায়ক শাস্তির;

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

৪. কিন্তু ঐসব মুশরিক, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ছিলো, অতঃপর তারা তোমাদের চুক্তির কোন রূপ ত্রুটি করেনি (৯) এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি; সুতরাং তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ খোদাভীরুদেরকে ভালবাসেন।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

৫. অতঃপর যখন সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন মুশরিকদেরকে হত্যা করো (১০) যেখানে পাও (১১)।

টীকা-৩. এবং এ সময়-সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবেনা।

টীকা-৪. দুনিয়ার মধ্যে হত্যা দ্বারা এবং আখিরাতে শাস্তি দ্বারা।

টীকা-৫. 'হজ্জ'কে 'মহান হজ্জ' (হজ্জ্ আকবর) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণে, সে যুগে 'ওমরাহ্'-কে 'ছোট হজ্জ' (হজ্জে আসগর) বলা হতো।

অপর এক অভিমত হচ্ছে– 'এ হজ্জ'-কে 'হজ্জ-ই-আকবর' (মহান হজ্জ) এ জন্যই বলা হয় যে, ঐ বৎসর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেছিলেন। যেহেতু ওটা জুমু'আর দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেহেতু মুসলমানগণ ঐ হজ্জকে, যা জুমু'আর দিন অনুষ্ঠিত হয়, 'বিদায়-হজ্জ'-এর স্মারক জ্ঞান করে 'হজ্জ-ই-আকবর' বলে থাকেন।

টীকা-৬. কুফর ও বিশ্বাসভঙ্গ থেকে,

টীকা-৭. ঈমান আনা ও তাওবা করা থেকে,

টীকা-৮. এটা এক মহা হুমকি। আর এতে এ ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আযাব (শাস্তি) অবতারণ করার উপর শক্তিমান।

টীকা-৯. সেটাকে সেটার শর্তাবলী সহকারে পূরণ করেছে। এসব লোক ছিলো 'বনী দাম্‌রাহ' (بنی ضمرہ) সম্প্রদায়; যারা 'বনী কিনানাহ্‌র'ই একটা উপ-গোত্র ছিলো এবং তাদের মেয়াদের নয় মাস মাত্র বাকী ছিলো।

টীকা-১০. যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

টীকা-১১. 'হিল্ল' বা হেরমের বাইরে হোক, কিংবা হেরমের ভিতরে; কোন 'সময়' কিংবা 'স্থান'-এর কথার বিশেষভাবে উল্লেখ নেই।

টীকা-১২. শির্ক ও কুফর থেকে। আর ঈমান গ্রহণ করে

টীকা-১৩. এবং বন্দী থেকে মুক্ত করে দাও এবং তাদের প্রতি উদ্ধত হয়োনা।

وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

এবং তাদেরকে ধর-পাকড়াও করো ও বন্দী করো আর প্রতিটি স্থানে তাদের জন্য ওঁত পেতে বসো; অতঃপর যদি তারা তাওবা করে (১২) এবং নামায কায়েম রাখে ও যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে তাদের পথে ছেড়ে দাও (১৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

৬. এবং হে মাহবূব! যদি কোন মুশরিক আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে (১৪), তবে তাকে আশ্রয় দিন, যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন (১৫); এটা এ জন্য যে, তারা অজ্ঞ লোক (১৬)।

রুকূ' - দুই

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

৭. মুশরিকদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নিকট কোন অঙ্গীকার কি করে বলবৎ থাকবে (১৭)? কিন্তু ঐসব লোক, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি মসজিদে হারামের নিকটে হয়েছে (১৮); সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের জন্য স্থির থাকো। নিঃসন্দেহে, পরহেয্‌গারদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾

৮. হ্যাঁ, কীভাবে (১৯)? তাদের অবস্থা তো এ'যে, তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা না আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, না চুক্তির প্রতি; নিজেদের মুখের কথা দিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে (২০) এবং তাদের হৃদয়সমূহের মধ্যে অস্বীকার রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশই নির্দেশ অমান্যকারী (২১)।

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

৯. আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য ক্রয় করে নিয়েছে (২২); অতঃপর তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে (২৩)। নিশ্চয় তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

১০. তারা কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, না অঙ্গীকারের (২৪) এবং তারাই সীমালংঘনকারী।

فَإِنْ تَابُوا

১১. অতঃপর যদি তারা (২৫) তাওবা করে,

টীকা-১৪. 'সময় সুযোগের মাসগুলো' অতিবাহিত হবার পর; যাতে আপনার নিকট থেকে তাওহীদের মাসাইল ও ক্বোরআন পাক শুনতে পায়, যার প্রতি আপনি দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

টীকা-১৫. যদি ঈমান না আনে;

মাসাইলঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি' (مستأمن)-কে কষ্ট দেয়া যাবেনা এবং মেয়াদ অতিবাহিত হবার পর তার 'দারুল-ইসলাম' (ইসলামী রাষ্ট্র)-এর মধ্যে অবস্থান করার অধিকার নেই।

টীকা-১৬. ইসলাম ও তার হাক্বীক্বত (বাস্তবতা) সম্পর্কে জানেনা। সুতরাং তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া যথার্থ প্রজ্ঞার পরিচায়ক; যাতে তারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায় ও অনুধাবন করতে পারে।

টীকা-১৭. কারণ, তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করে।

টীকা-১৮. এবং তাদের দিক থেকে কোন প্রকার চুক্তিভঙ্গ প্রকাশ পায়নি। যেমন– 'বনী কিনানাহ্' ও 'বনী দামুরাহ্' (গোত্রদ্বয়)।

টীকা-১৯. অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং কীভাবে প্রতিশ্রুতির উপর স্থির থাকবেন?

টীকা-২০. ঈমান ও অঙ্গীকার পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে

টীকা-২১. চুক্তিভঙ্গকারী, কুফরের মধ্যে অবাধ্য, মানবতাহীন, মিথ্যাচারে নির্লজ্জ। তারা

টীকা-২২. এবং পৃথিবীর স্বল্পলাভের পেছনে পড়ে ঈমান ও ক্বোরআনকে ছেড়ে বসেছে আর যেই চুক্তি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে করেছিলো তা, তারা আবূ সুফিয়ানের সামান্য লোভ দেখানোর ফলে ভঙ্গ করেছিলো।

টীকা-২৩. এবং জনগণের জন্য আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করার পথে 'বাধা' হয়েছিলো।

টীকা-২৪. যখনই সুযোগ পায় হত্যা করে ফেলে। সুতরাং মুসলমানদেরও উচিৎ যে, যখন মুশরিকদের উপর বিজয় হবে, তখন তাদেরকে ক্ষমা করবে না।

টীকা-২৫. কুফর ও চুক্তিভঙ্গ করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে এবং ঈমান গ্রহণ করেছে।

টীকা-২৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা) বলেছেন যে, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'আহ্‌লে ক্বিবলা' (যারা ক্বিবলায় বিশ্বাসী)-এর রক্তপাত ঘটানো হারাম।

নামায কায়েম রাখে এবং যাকাৎ প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই (২৬); এবং আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানীদের জন্য (২৭)।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑪

১২. এবং যদি চুক্তি করে নিজেদের শপথসমূহ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো (২৮) নিশ্চয়, তাদের শপথসমূহ কিছুই নয়; এ আশায় যে, হয়ত তারা ফিরে আসবে (২৯)।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবেনা, যারা নিজেদের শপথসমূহ ভঙ্গ করেছে (৩০) এবং রসূলের নির্বাসনের জন্য সংকল্প করেছে (৩১)? অথচ তাদেরই পক্ষ থেকে সূচনা হয়েছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছো? সুতরাং আল্লাহ্ এ কথারই অধিক উপযোগী যে, তাঁকে ভয় করবে যদি ঈমান রেখে থাকো।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

১৪. কাজেই, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেবেন তোমাদের হাতে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন (৩২), আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য দেবেন (৩৩) এবং ঈমানদারদের মনকে প্রশান্ত করবেন।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ⑭

১৫. এবং তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করবেন (৩৪) এবং আল্লাহ্ যার ইচ্ছা তাওবা কবূল করবেন (৩৫) এবং আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑮

১৬. তোমরা কি এই ধারণায় রয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে এবং এখনো আল্লাহ্ পরিচয় করাননি ঐসব লোকের, যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করবে (৩৬) এবং আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেনা (৩৭)? এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑯

রুকূ' - তিন

১৭. মুশরিকদের জন্য শোভা পায়না যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে (৩৮) নিজেরাই নিজেদের কুফরের সাক্ষ্য

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۗ

টীকা-২৭. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যার প্রতি যাঁর দৃষ্টি রয়েছে তিনিই আলিম।

টীকা-২৮. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে কাফির যিম্মী দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে প্রকাশ্যে সমালোচনা করে তার চুক্তি বহাল থাকেনা এবং সে নিরাপত্তা-চুক্তির দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যায়। তাকে হত্যা করা বৈধ।

টীকা-২৯. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার মুসলমানদের উদ্দেশ্য তাদেরকে কুফর ও মন্দ কার্যাদি থেকে নিবৃত্ত করে দেয়া।

টীকা-৩০. এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং মুসলমানদের বন্ধু-গোত্র 'খাযা'আহ'-এর বিরুদ্ধে বনূ বকর গোত্রের সাহায্য করেছে।

টীকা-৩১. মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে, 'দার-আন্-নাদ্‌ওয়াহ্'-এর মধ্যে পরামর্শ করে।

টীকা-৩২. হত্যা ও গ্রেফতার দ্বারা।

টীকা-৩৩. এবং তাদের উপর বিজয়দান করবেন।

টীকা-৩৪. এসব মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং নবূয়তের প্রমাণ স্পষ্টতর হয়ে গেছে।

টীকা-৩৫. এ'তে অবহিত করা হয়েছে যে, কোন কোন মক্কাবাসী কুফর থেকে নিবৃত্ত হয়ে তাওবা করবে। এ সংবাদও বাস্তবে অনুরূপই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আবূ সুফিয়ান, ইকরামাহ্ ইবনে আবূ জাহ্‌ল এবং সুহায়ল ইবনে আমর ঈমান এনে ধন্য হয়েছেন।

টীকা-৩৬. নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্‌র পথে।

টীকা-৩৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, নিষ্ঠাবান ও নিষ্ঠাহীনের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়া হবে। আর এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে এবং তাদের নিকট মুসলমানদের রহস্য ফাঁস করতে নিষেধ করা।

টীকা-৩৮. 'মসজিদসমূহ' দ্বারা 'মসজিদে হারাম'– কা'বা মু'আয্‌যামার কথা বুঝানো হয়েছে। এটাকে 'বহুবচন' পদ দ্বারা এজন্যই উল্লেখ করেছেন যে,

সেটা সমস্ত মসজিদের ক্বিব্লা ও ইমাম। সেটাকে আবাদকারী তেমনি, যেমন সমস্ত মসজিদকে আবাদকারী।

'বহুবচন' পদ উল্লেখ করার কারণ এটাও হতে পারে যে, প্রত্যেক ভূ-খণ্ড মসজিদে হারামেরই মসজিদ।

আর এটাও হতে পারে যে, 'মসজিদসমূহ' দ্বারা 'জাতিবাচক' বুঝানো হয়েছে আর কা'বা মু'আয্যামাহ্ও সেটার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, ওটা এ 'জাতিরই' প্রধান।

শানে নুযূলঃ ক্বোরাঈশের কাফিরদের একদল নেতা, যারা বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা হযরত আব্বাস ওছিলেন, তাদেরকে সাহাবা কেরাম শির্ক করার উপর তিরস্কার করলেন। আর হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-তো বিশেষ করে হযরত আব্বাসকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসার জন্য খুবই মন্দ বলেছিলেন। হযরত আব্বাস বলতে লাগলেন, "তোমরা আমাদের দোষগুলোতো বর্ণনা করছো আর আমাদের গুণাবলী গোপন করছো!" তাঁকে বলা হলো, "আপনাদের কিছু গুণাবলীও কি রয়েছে?" তিনি বললেন, "হাঁ। আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। আমরা মসজিদে হারামকে আবাদ রাখি, কা'বার খিদমত করি, হাজীদের পানি সরবরাহ করি এবং বন্দীদের মুক্ত করি।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (আর বলা হয়েছে) যে, মসজিদসমূহকে আবাদ করা কাফিরদের জন্য শোভা পায়না। কেননা, মসজিদকে আবাদ করা হয় আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য। যারা আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করে ও তাঁর সাথে কুফর করে, তারা মসজিদকে কী আবাদ করবে?

'আবাদ করা'-এর অর্থের ক্ষেত্রেও কতিপয় ব্যাখ্যা রয়েছেঃ

১) 'আবাদ করা' দ্বারা 'মসজিদ নির্মাণ করা, উঁচু করা এবং মেরামত করা' বুঝানো হয়েছে। কাফিরকে তাতে বাধা দেয়া হবে।

২) 'মসজিদ আবাদ করা' দ্বারা 'মসজিদে প্রবেশ করা ও বসা' বুঝানো উদ্দেশ্য।

টীকা-৩৯. এবং মূর্তি পূজার স্বীকৃতি দিয়ে; অর্থাৎ এ দু'টি কথা কীভাবে একত্রিত হতে পারে যে, একজন লোক কাফির ও হবে এবং বিশেষ করে, ইসলাম ও তাওহীদের ইবাদতখানাকে আবাদও করবে?

টীকা-৪০. কেননা, কুফর অবস্থায় কর্মসমূহ (আল্লাহ্‌র নিকট) গ্রহণযোগ্য নয়-না আতিথেয়তা, না হাজীদের সেবা, না বন্দীদের মুক্ত করা। এ কারণে যে, কাফিরের কোন কাজ আল্লাহ্‌র জন্য তো হয়না। কাজেই, তার সমস্ত কাজ নিষ্ফল। আর যদি সে এ কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে জাহান্নামে তার জন্য স্থায়ী শাস্তি অবধারিত।

সূরাঃ ৯ তাওবা ৩৫০ পারা ঃ ১০

أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

দিয়ে (৩৯); তাদের সমস্ত কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা সর্বদা আগুনেই অবস্থান করবে (৪০)।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে (৪১) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না (৪২); সুতরাং এটাই সন্নিকটে যে, এসব লোক সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ এবং মসজিদে হারামের খেদমতকে তারই সমান স্থির করেছো, যে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান এনেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহ্‌র নিকট সমান নয় এবং আল্লাহ্ যালিমদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না (৪৩)।

মানযিল - ২

টীকা-৪১. এ আয়াতের মধ্যে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদসমূহকে আবাদ করার উপযোগী হচ্ছে মু'মিনগণ। মসজিদসমূহ আবাদ করার মধ্যে এসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত- মসজিদে ঝাড়ু দেয়া, পরিষ্কার করা, আলোকিত করা এবং মসজিদসমূহকে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও এমনসব বস্তু থেকে মুক্ত রাখা, যেগুলোর জন্য সেগুলোকে নির্মাণ করা হয়নি। মসজিদসমূহকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বীনি শিক্ষার পাঠ দান করাও 'যিক্র'-এর শামিল।

টীকা-৪২. অর্থাৎ কারো সন্তুষ্টিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর যে কোন আশংকায়ও প্রাধান্য দেয় না। এই অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় না করার।

টীকা-৪৩. অর্থএ যে, কাফিরদের মু'মিনদের সাথে কোন সম্পর্কই নেই; না তাদের কার্যাদির তাঁদের কার্যাদির সাথেও। কেননা, কাফিরদের কার্যাদি নিষ্ফল-চাই তারা হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করুক, কিংবা মসজিদে হারামের খিদমত করুক; তাদের কর্মসমূহকে মুসলমানদের কর্মের সমতুল্য স্থির করা যুল্মই।

শানে নুযূলঃ বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আব্বাস যখন বন্দী হয়ে আসলেন, তখন তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবা কেরামকে বললেন, "তোমাদের ইসলাম গ্রহণ, হিজরত এবং জিহাদে অগ্রণী হবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে; সুতরাং আমাদেরও মসজিদে হারামের খিদমত ও হাজীদের জন্য পানি সরবরাহের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবহিত করা হয়েছে যে, যেই আমল

(সৎকর্ম) ঈমানের সাথে হয়না তা নিষ্ফলই।

টীকা-৪৪. অন্যান্যদের চেয়ে।

টীকা-৪৫. এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ⑳

২০. এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ্‌র নিকট তাদের মর্যাদা বড় (৪৪) এবং তারাই সফলকাম (৪৫)।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ㉑

২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছেন স্বীয় দয়া ও আপন সন্তুষ্টির (৪৬) এবং ঐসব বাগানের (জান্নাত), যে গুলোর মধ্যে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি রয়েছে।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ㉒

২২. সদা-সর্বদা তারা সেগুলোর মধ্যে থাকবে। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌র নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ㉓

২৩. হে ঈমানদারগণ! আপন পিতা ও নিজ ভাইদেরকে অন্তরঙ্গ মনে করোনা যদি তারা ঈমানের উপর কুফরকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে; এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তবে তারাই যালিম (৪৭)।

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ㉔

২৪. আপনি বলুন, 'যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা-বাণিজ্য, যার ক্ষতি হবার তোমরা আশংকা করো এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান– এ সব বস্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখো আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ আনা পর্যন্ত (৪৮)। এবং আল্লাহ্ ফাসিক্বদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না।

রুকূ' – চার

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا

২৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ বহু ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন (৪৯) এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর অহংকারী হয়ে গিয়েছিলে, তখন তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি (৫০), এবং

টীকা-৪৬. এবং এটা সর্বোচ্চ সুসংবাদ। কেননা, মুনিবের দয়া ও সন্তোষ বান্দার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় ও প্রিয় উদ্দেশ্য।

টীকা-৪৭. যখন মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন কেউ কেউ বললো, "এটা কেমন করে সম্ভব যে, মানুষ তার পিতা-ভ্রাতা প্রমুখ নিকটাত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়– চাই তাদের সাথে যে কোন আত্মীয়তাই থাকুক। সুতরাং সামনে এরশাদ করেন–

টীকা-৪৮. এবং সহসা আগমনকারী শাস্তির মধ্যে আক্রান্ত করা পর্যন্ত অথবা দেরীতে আগমনকারীর মধ্যে। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ধর্মকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের মুকাবিলায় পার্থিব সম্পর্কসমূহ কিছুই লক্ষ্যনীয় নয়। আর খোদা ও রসূলের ভালবাসা ঈমানেরই প্রমাণ।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধসমূহে মুসলমানদেরকে কাফিরদের উপর বিজয় দান করেছেন। যেমন– বদরের ঘটনায়, ক্বোরায়যা ও নবীর গোত্রদ্বয়, হুদায়বিয়া, খায়বার ও মক্কা বিজয়ের ঘটনায়।

টীকা-৫০. 'হুনায়ন' একটা উপত্যকা; তায়েফের নিকট, মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে মক্কা বিজয়ের অল্প কয়দিন পর 'হাওয়াযিন' ও 'সাক্বীফ' গোত্রদ্বয়ের সাথে (মুসলমানদের) যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী– বারো হাজার অথবা ততোধিক। আর মুশরিকদের সংখ্যা চার হাজার ছিলো। ★

যখন উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হলো, তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে একথা বলেছিলো, "এখন আমরা কিছুতেই

★ অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় আরো বেশী ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, তাদের ছয় হাজার শুধু তীরন্দাজ ছিলো বলেও বর্ণনা এসেছে।

পরাজিত হবো না।" এ উক্তিটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট খুবই অপছন্দনীয় হলো। কেননা, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার উপরই নির্ভর করতেন; সংখ্যার স্বল্পতা কিংবা আধিক্যের প্রতি দেখতেন না।

যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। মুশরিকগণ পলায়ন করলো। আর মুসলমানগণ গণীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হলেন। তখন পলায়নকারী সৈন্যগণ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো এবং বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষণ শুরু করে দিলো। তীরন্দাজিতে তারা খুব পটু ছিলো। ফলশ্রুতি এ হলো যে, সংঘর্ষে মুসলমানদের পদচ্যুতি ঘটলো। মুসলিম সৈন্যদল পালাতে আরম্ভ করলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট হুযূরের চাচা হযরত আব্বাস এবং তাঁর চাচাত ভাই আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকেননি।

সেই মুহূর্তে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন সাওয়ারীকে কাফিরদের দিকে অগ্রসর করলেন আর হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি উচ্চস্বরে আপন সাহাবীদেরকে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বান শুনে তাঁরা 'হাযির' 'হাযির' বলতে বলতে ফিরে আসলেন এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হলো। যুদ্ধ যখন খুবই উত্তপ্ত হলো, তখন হুযূর আপন বরকতময় হস্তে পাথরের কণা নিয়ে কাফিরদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন এবং এরশাদ করলেন, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিপালকের শপথ! ওরা পলায়ন করুক!"

পাথরকণাগুলো নিক্ষেপ করতেই কাফিরগণ পলায়ন করলো এবং রসূল (করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের পরিত্যক্ত সম্পদগুলো (গণীমতের মাল) মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এ আয়াতসমূহে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৫১. এবং তোমরা সেখানে টিকে থাকতে পারোনি।

টীকা-৫২. যাতে প্রশান্তি সহকারে আপন স্থানে স্থির থাকেন

টীকা-৫৩. যে, হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আহ্বানের ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ফিরে আসলেন।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ ফিরিশতাগণ, যাদেরকে কাফিরগণ সাদা কালো মিশ্রিত রংয়ের ঘোড়াসমূহের পৃষ্ঠে সাদা পোশাক পরিহিত ও পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলো। এসব ফিরিশ্তা মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এসেছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ করেন নি। যুদ্ধ শুধু বদরে করেছিলেন।

টীকা-৫৫. যে, বন্দী করা হলো, হত্যা করা হলো, তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদ মুসলমানদের আয়ত্বে আসলো।

পৃথিবী এতই বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিলো (৫১) অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গিয়েছিলে।

وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِينَ ۝٢٥

২৬. অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন– আপন রসূলের উপর (৫২) ও মুসলমানদের উপর (৫৩) এবং এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি (৫৪), এবং কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছেন (৫৫)। আর অস্বীকারকারীদের শাস্তি এটাই।

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝٢٦

২৭. অতঃপর, এরপরে আল্লাহ্ যাঁকে ইচ্ছা তাওবা (-এর শক্তি) প্রদান করবেন (৫৬); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٢٧

২৮. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকগণ নিরেট অপবিত্র (৫৭); সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটেও আসতে না পারে (৫৮); এবং যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো (৫৯), তবে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধনী করে দেবেন আপন করুণা থেকে যদি ইচ্ছা করেন (৬০)। নিশ্চয়, আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٢٨

টীকা-৫৬. এবং ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেবেন। সুতরাং 'হাওয়াযিন' সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদেরকে শক্তি দিয়েছিলেন এবং তারা মুসলমান হয়ে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলো এবং হুযূর তাদের বন্দীদেরকে মুক্তি দিলেন।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ তাদের অন্তর অপবিত্র এবং তারা না পবিত্রতা অবলম্বন করে, না অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে।

টীকা-৫৮. না হজ্জের জন্য, না ওমরাহ্‌র জন্য। আর 'এ বৎসর' দ্বারা '৯ম হিজরী সাল' বুঝানো হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে নিষেধ করার অর্থ হচ্ছে এ যে, মুসলমানগণ তাদেরকে বাধা দেবেন।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ মুশরিকগণকে হজ্জ করতে বাধা দিলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হবে এবং মক্কাবাসীগণ অর্থ সংকটে পড়বে।

টীকা-৬০. ইকরামা বলেছেন, "অনুরূপই হলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন। বৃষ্টি খুব বর্ষিত হলো। ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হলো।" হযরত মুক্বাতিল বলেন, "ইয়েমেন অঞ্চলের লোকেরা মুসলমান হলো এবং তারা মক্কাবাসীদের উপর নিজেদের প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেছিলো। 'যদি ইচ্ছা করেন' এরশাদ করার মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, বান্দার উচিৎ যেন মঙ্গল কামনা ও বিপদ দূরীভূত করার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র দিকেই মনোনিবেশ করে এবং সমস্ত বিষয়কে তাঁরই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত মনে করে।

টীকা-৬১. 'আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা' এ যে, তাঁর সত্তা এবং সমস্ত গুণ ও পবিত্রতাসমূহকে মান্য করবে এবং যা তাঁর মর্যাদার উপযোগী নয় সেগুলোকে তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করবেনা। কোন কোন তাফসীরকারক রসূলগণের উপর ঈমান আনাকেও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সুতরাং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ যদিও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার দাবীদার, কিন্তু তাদের এ দাবী অবাস্তব। কেননা, ইহুদীগণ আল্লাহ্‌র জন্য শরীর ও সাদৃশ্যে বিশ্বাসী এবং খৃষ্টানগণ حلول বা অনুপ্রবেশে বিশ্বাসী। কাজেই, তারা কিভাবে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়নকারী হতে পারে?

অনুরূপভাবে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা হযরত উযায়র (আলায়হিস্ সালাম)-কে এবং খৃষ্টানগণ হযরত মসীহ্ (আলায়হিস্ সালাম)-কে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' বলে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়নকারী হলোনা। অনুরূপভাবে, যে এক রসূলকে অস্বীকার করে সে আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ অনেক নবীকে অস্বীকার করে। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

শানে নুযূলঃ মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে– এ আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আর ওটা নাযিল হবার পর তাবূকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

কাল্‌বীর অভিমত হচ্ছে– এ আয়াত ইহুদীদের মধ্যে ক্বোরায়যাহ্ ও নযীর গোত্রদ্বয়ের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সন্ধি মঞ্জুর করেছিলেন এবং এটাই প্রথম জিয্‌য়া, যা মুসলমানরা পেয়েছিলেন। আর এটাই ছিলো সর্বপ্রথম অবমাননা, যা কাফিরগণ মুসলমানদের হস্তে পেয়েছিলো।

টীকা-৬২. ক্বোরআন ও হাদীসে। আর কোন কোন তাফসীরকারের মতে, অর্থ এ যে, তারা 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' অনুসারে কাজ করেনা। সেগুলোতে বিকৃতি সাধন করে এবং বিধানাবলী মনগড়াভাবে রচনা করে।

সূরা ঃ ৯ তাওবা ৩৫৩ পারা ঃ ১০

২৯. যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনেনা– আল্লাহ্‌র উপর ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর (৬১) এবং হারাম বলে মান্য করেনা ঐ বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (৬২), এবং সত্য দ্বীন (৬৩)-এর অনুসারী হয় না; অর্থাৎ সেসব লোক, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, যে পর্যন্ত নিজ হাতে জিয্‌য়া দেবেনা লাঞ্ছিত হয়ে (৬৪)।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

রুকূ' – পাঁচ

৩০. এবং ইহুদী বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র (৬৫)' এবং খৃষ্টান বলে, 'মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র।' এসব কথা তারা নিজেদের মুখে বকাবকি করে (৬৬)। পূর্ববর্তী কাফিরদের মতো কথা রচনা করে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন! ওরা উল্টো দিকে কোথায় ফিরে যাচ্ছে (৬৭)?

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِــُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

মানযিল - ২

টীকা-৬৩. ইসলাম, আল্লাহ্‌র দ্বীন।

টীকা-৬৪. চুক্তিবদ্ধ কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যে-ই 'কর' নেয়া হয় সেটার নাম 'জিয্‌য়া'।

মাসাইলঃ এ 'জিয্‌য়া' নগদ গ্রহণ করা হয়। এতে বাকী রাখা যায়না।

মাস্‌আলাঃ জিয্‌য়াদাতাকে নিজেই হাযির হয়ে দিতে হয়।

মাস্‌আলাঃ পদব্রজে এসে দণ্ডায়মান হয়ে তা পেশ করতে হয়।

মাস্‌আলাঃ 'জিয্‌য়া' গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তুর্কি এবং হিন্দু ইত্যাদিও কিতাবীদের অন্তর্ভূক্ত, আরবের মুশরিকগণ ব্যতীত। তাদের থেকে জিয্‌য়া গ্রহণযোগ্য নয়।

মাস্‌আলাঃ ইসলাম গ্রহণ করলে 'জিয্‌য়া' রহিত হয়ে যায়।

হিকমতঃ 'জিয্‌য়া' নির্দ্ধারণ করার হিকমত এ যে, কাফিরদেরকে এ'তে অবকাশ দেয়া হয়; যাতে তারা ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রমাণাদির শক্তি দেখতে পায় এবং পূর্ববর্তী কিতাবাদির মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যেই ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ পায়।

টীকা-৬৫. কিতাবীদের ধর্মহীনতার যে বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে সেটারই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র শানে এমনি ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে থাকে এবং সৃষ্টিকে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' সাব্যস্ত করে উপাসনা করে।

শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ইহুদীদের একটা দল আসলো। তারা বলতে লাগলো, "আমরা আপনার কিভাবে অনুসরণ করবো? আপনি আমাদের ক্বিবলা ছেড়ে দিয়েছেন এবং আপনি হযরত উযায়রকে খোদার পুত্র মনে করেন না।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৬৬. যেগুলোর উপর না কোন দলীল আছে, না কোন অকাট্য প্রমাণ। অতঃপর তারা স্বীয় মূর্খতার কারণে এ সুস্পষ্ট বাতিলআক্বীদাও পোষণ করে।

টীকা-৬৭. এবং আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের উপর অকাট্য প্রমাণাদি স্থির হওয়া ও দলীলাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা ঐ কুফরের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে।

টীকা-৬৮. আল্লাহর নির্দেশ ছেড়ে তাদের নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়েছে।

টীকা-৬৯. অর্থাৎ তাঁকেও খোদা সাব্যস্ত করেছে। আর তাঁর সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত-বিশ্বাস পোষণ করেছে যে, তিনি খোদা কিংবা খোদার পুত্র হন অথবা খোদা তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন।

টীকা-৭০. তাদের কিতাবাদিতে; না তাদের নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর পক্ষ থেকে,

টীকা-৭১. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম কিংবা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তের প্রমাণাদি।

টীকা-৭২. এবং স্বীয় দ্বীনকে জয়যুক্ত করাই।

টীকা-৭৩. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৭৪. এবং সেটার প্রমাণাদি শক্তিশালী করবেন। আর অন্যান্য দ্বীনকে সেটা দ্বারা রহিত করে দেবেন। সুতরাং (আল্লাহ্রই জন্য সমস্ত প্রশংসা) অনুরূপই হয়েছে।

اتَّخَذُوٓا اَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَانَهُمۡ اَرۡبَابًا
مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَالۡمَسِيۡحَ ابۡنَ مَرۡيَمَ ۚ
وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبۡحٰنَهٗ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ۝

৩১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পাদ্রী ও সংসার বিরাগীদেরকে খোদারূপে গ্রহণ করে নিয়েছে (৬৮) এবং মারয়াম-তনয় মসীহকেও (৬৯); এবং তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলোনা (৭০), কিন্তু এ যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করবে; তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। তিনি পবিত্র তাদের শির্ক থেকে।

يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يُّطۡفِــُٔوۡا نُوۡرَ اللّٰهِ بِاَفۡوَاهِهِمۡ
وَيَاۡبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنۡ يُّتِمَّ نُوۡرَهٗ وَلَوۡ كَرِهَ
الۡكٰفِرُوۡنَ ۝

৩২. তারা চায় আল্লাহ্র জ্যোতি (৭১) তাদের মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে; এবং আল্লাহ্ মানবেন না, কিন্তু আপন জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসনই (৭২), যদিও অপছন্দ করে কাফির।

هُوَ الَّذِىۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَ
دِيۡنِ الۡحَـقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ ۙ
وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ ۝

৩৩. তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে (৭৩) পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেন, এজন্য যে, সেটাকে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন (৭৪), যদিও অপছন্দ করে মুশরিক।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ الۡاَحۡبَارِ
وَالرُّهۡبَانِ لَيَاۡكُلُوۡنَ اَمۡوَالَ النَّاسِ
بِالۡبَاطِلِ وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ
وَالَّذِيۡنَ يَكۡنِزُوۡنَ الذَّهَبَ وَالۡفِضَّةَ وَلَا
يُنۡفِقُوۡنَهَا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ۝

৩৪. হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় বহু পাদ্রী ও সংসার-বিরাগী মানুষের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে (৭৫) এবং আল্লাহ্র পথ থেকে (৭৬) নিবৃত্ত করে আর ঐসব লোক, যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেনা (৭৭); তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির;

দাহ্হাক-এর অভিমত হচ্ছে– এটা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর অবতরণের সময় প্রকাশ পাবে। তখন কোন ধর্মবিশ্বাসী এমন থাকবেনা, যে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করবেনা।

হযরত আবূ হোরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন– হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর যুগে ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম বিলীন হয়ে যাবে।

টীকা-৭৫. এভাবে যে, দ্বীনের বিধানাবলী পরিবর্তিত করে লোকদের নিকট থেকে ঘুষগ্রহণ করে এবং নিজেদের কিতাবাদির মধ্যে অর্থ-সম্পদের লোভে বিকৃতি ও পরিবর্তন করে। আর পূর্ববর্তী কিতাবাদির যেসব আয়াতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থোপার্জনের নিমিত্ত সেগুলোর মধ্যে ভ্রান্ত ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

টীকা-৭৬. ইসলাম থেকে এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনা থেকে

টীকা-৭৭. কার্পণ্য করে ও সম্পদের প্রাপ্যাদি আদায় করেনা এবং যাকাত দেয়না;

শানে নুযূলঃ সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে– এ আয়াত যাকাতে বাধা প্রদানকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা পাদ্রী ও সংসার-বিরাগীদের অর্থ-লিপ্সার কথা উল্লেখ করেন, তখন মুসলমানদেরকে সম্পদ সঞ্চয় করা ও সেটার প্রাপ্য আদায় না করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়েছে সেটা 'সঞ্চিত সম্পদ' নয়– চাই, তা মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদই হোক। আর যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়নি তা 'সঞ্চিত সম্পদ', যার উল্লেখ ক্বোরআন পাকের মধ্যে করা হয়েছে যে, সেটার মালিককে তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বর্ণ ও রৌপ্যের তো এ অবস্থা হলো; সুতরাং কোন্ সম্পদই উত্তম, যাকে সঞ্চয় করা যাবে?" হুযূর ফরমালেন, "যিকরকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর, সতী স্ত্রী, যে ঈমানদারকে তার ঈমানের ক্ষেত্রে সাহায্য করে, অর্থাৎ পরহেয্গার হয় যে, তার সঙ্গ দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।" (ইমাম তিরমিযী এটা বর্ণনা করেন।)

মাস্আলাঃ সম্পদ সংগ্রহ করা মুবাহ (বৈধ), মন্দ নয়; যদি সেটার 'দেয়' পরিশোধ করা হয়। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও হযরত তালহা প্রমুখ

সাহাবী সম্পদশালী ছিলেন। আর যেসব সাহাবী সম্পদ সঞ্চয় করাকে ঘৃণা করতেন তাঁরা এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন না।

টীকা-৭৮. এবং ভীষণ উত্তাপের কারণে সাদা বর্ণের হয়ে যাবে,

টীকা-৭৯. শরীরের সমস্ত পার্শ্ব ও দিকে এবং বলা হবে-

টীকা-৮০. এখানে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শরীয়তের বিধানাবলী চান্দ্রমাসসমূহের উপর নির্ভরশীল, যেগুলোর হিসাব চন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত।

টীকা-৮১. এখানে 'আল্লাহর কিতাব' দ্বারা হয়তো 'লওহ-ই-মাহ্ফূয' (সংরক্ষিত ফলক) অথবা 'ক্বোরআন মজীদ' কিংবা ঐ 'নির্দেশ' বুঝানো হয়েছে, যা (পালন করা) তিনি আপন বান্দার উপর অপরিহার্য করেছেন।

টীকা-৮২. তিনটা পরপর মিলিত– যিলক্বদ, যিলহজ্জ ও মুহররম। আর একটা পৃথক– 'রজব'। আরবের লোকেরা অন্ধকার যুগেও এসব মাসের সম্মান করতো এবং সেগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম জ্ঞান করতো। সুতরাং ইসলামেও এ মাসগুলোর সম্মান ও মহত্ব আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩৫. যে দিন তা উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে (৭৮), অতঃপর তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে তাদের ললাটসমূহে এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশসমূহে (৭৯), 'এটা হচ্ছে তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, এখন স্বাদ গ্রহণ করো এ পুঞ্জীভূত করার।'

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

৩৬. নিশ্চয় মাসগুলোর সংখ্যা আল্লাহর নিকট বার মাস (৮০), আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে (৮১), যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটা সম্মানিত (৮২)। এটাই সরল-সোজা দ্বীন। সুতরাং এ মাসগুলোর মধ্যে (৮৩) নিজেদের আত্মাগুলোর উপর যুলুম করোনা এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করে এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ খোদাভীরুদের সাথে আছেন (৮৪)।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৩৭. তাদের মাসকে পিছিয়ে দেয়া নয়, বরং কুফরের মধ্যে আরো এগিয়ে যাওয়া (৮৫); এটা দ্বারা কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। এক বৎসর সেটাকে (৮৬) বৈধ সাব্যস্ত করে এবং আরেক বৎসর সেটাকে অবৈধ মানে, যাতে ঐ গণনার সমান হয়ে যায়, যা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন (৮৭) এবং আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধকৃতকে হালাল করে নেয়। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের চোখে ভাল লাগে; এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না।

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

টীকা-৮৩. পাপাচার ও নির্দেশ অমান্য করা দ্বারা

টীকা-৮৪. তাদের সাহায্য ও মদদ করবেন।

টীকা-৮৫. 'نَسِىْ' (নাসী) অভিধানে, সময়কে পিছিয়ে দেয়াকে বলা হয়। আর এখানে 'শাহ্‌র-ই-হারাম' (সম্মানিত মাস)-এর সম্মানকে অপর মাসের দিকে পিছিয়ে দেয়া বুঝানোই উদ্দেশ্য। অন্ধকার যুগে আরবের লোকেরা 'সম্মানিত মাসসমূহ'- যিলক্বদ, যিলহজ্জ, মুহররম ও রজব-এর সম্মান ও মহত্বে বিশ্বাসী ছিলো। সুতরাং যখনই যুদ্ধ চলাকালে এ সম্মানিত মাসগুলো এসে যেতো, তখন তা তাদের নিকট স্পষ্ট কষ্টকর মনে হতো। এ কারণে, তারা এমনই করতো যে, এক মাসের সম্মান অপর মাসের দিকে সরিয়ে দিতে লাগলো। মুহররমের সম্মান সফরের দিকে সরিয়ে মুহররমে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতো এবং এর পরিবর্তে সফরকেই 'মাহে-হারাম' (সম্মানিত মাস) রূপে স্থির করে নিতো এবং যখন তা থেকেও তার সম্মান প্রদর্শনকে সরানোর প্রয়োজন মনে করতো তখন সে মাসেও যুদ্ধ হালাল করে নিতো এবং রবিউল আউয়ালকে 'সম্মানিত মাস' হিসেবে স্থির করতো। এভাবে 'সম্মান প্রদর্শন' বছরের সমস্ত মাসেই ঘুরতে থাকতো। এমনকি তাদের এ ধরণের কর্মকাণ্ডের ফলে 'সম্মানিত মাসগুলো'র বিশেষত্বই আর অবশিষ্ট থাকেনি। এভাবে তারা হজ্জকে বিভিন্ন মাসের মধ্যে ঘুরাতে থাকলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে ঘোষণা করলেন, 'নাসী' (نَسِىْ) বা সময়কে পিছিয়ে দেয়ার মাসগুলো গত হয়ে গেছে। এখন মাসসমূহের সময়সূচী আল্লাহ্‌রই নির্ধারণ অনুসারেই সংরক্ষণ করা হবে এবং কোন মাসকেই আপন অবস্থান থেকে হটানো যাবেনা। আর আয়াতের মধ্যে 'নাসী' (نَسِىْ) (সময়কে পিছানো) নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং 'কুফরের উপর কুফরের বৃদ্ধি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, এতে সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ হারাম হওয়াকে হালাল জানা এবং খোদার হারামকৃত মাসকে হালাল করে নেয়া পাওয়া যায়।

টীকা-৮৬. অর্থাৎ 'মাহে হারাম'-কে অথবা এ পেছনে হটানোকে

টীকা-৮৭. অর্থাৎ 'সম্মানিত মাস' চারটাই থাকবে। এটাতো মেনে চলে, কিন্তু সেগুলোর বিশেষত্ব ভেঙ্গে আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করে, যে মাস হারাম

ছিলো সেটাকে হালাল করে দিয়েছে; সেটার স্থলে অপর মাসকে হারাম বলে স্থির করে নিয়েছে।

টীকা-৮৮. এবং সফর করতে ভয় পাও?

শানে নুযূলঃ এ আয়াত তাবূকের যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাবূক একটা স্থান। সিরিয়ার পার্শ্বে, মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে চৌদ্দ 'মানযিল' ★ দূরত্বে অবস্থিত। নবম হিজরী সনের রজব মাসে 'তায়েফ' থেকে ফিরে আসার পর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খবর পেলেন যে, আরবের খৃষ্টানদের উস্কানীতে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোম ও শাম (সিরিয়া)-বাসীদের নিয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেছে। আর তারা মুসলমানদের উপর হামলা করার ইচ্ছা রাখে, তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঐ সময়টা অত্যন্ত অভাব, দুর্ভিক্ষ এবং প্রখর গরমের ছিলো। এমনকি প্রতি দু'জন লোক একেকটা মাত্র খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন। দূর-পাল্লার অভিযান ছিলো। শত্রু সংখ্যাও বিরাট এবং শক্তিশালী ছিলো। এ কারণে কোন কোন গোত্রের লোকেরা (ঘরে) বসে রইলো এবং তাদের নিকট জিহাদে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য মনে হলো। এ যুদ্ধে অনেক মুনাফিকেরও মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিলো এবং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিলো।

হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে খুবই উচ্চ সাহসিকতার সাথে ব্যয় করেছিলেন। ১০ হাজার মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রদান করেন। দশ হাজার দিনার এ যুদ্ধে ব্যয় করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত নয়শ উট ও একশ ঘোড়া সাজ-সরঞ্জামসহ অতিরিক্ত দান করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবীগণও খুব খরচ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), যিনি স্বীয় সমস্ত সম্পদ হাযির করেছিলেন। এর পরিমাণ ছিলো ৪০০০ দিরহাম মূল্যের সমান। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর মোট সম্পদের অর্দ্ধেক হাযির করেন।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ হাজার মুজাহিদের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহকারে রওনা দিলেন। হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনা তৈয়্যবায় রেখে যান। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার সাথী মুনাফিকগণ 'সানিয়াতুল বিদা' পর্যন্ত গিয়ে সেখানেই থেমে গিয়েছিলো। মুসলিম বাহিনী যখন 'তাবূকে' গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, কূপের মধ্যে পানির পরিমাণ খুব স্বল্প। তখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটার পানি দিয়ে তাতে কুল্লী করলেন। যার বরকতে পানি ফুলে উঠলো। কূপ ভর্তি হয়ে গেলো। সৈন্যবাহিনী ও তাঁদের সমস্ত পশু ভালভাবে তৃপ্ত হলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে অবস্থান করলেন।

রুকূ' – ছয়

৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো– যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, 'আল্লাহর পথে অভিযানে বের হও!' তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনের উপর বসে পড়ো (৮৮)? তোমরা কি পার্থিব জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে পছন্দ করে নিয়েছো? এবং পার্থিব জীবনের সামগ্রীসমূহ আখিরাতের তুলনায় নয়, কিন্তু কিঞ্চিতকর (৮৯)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে (৯০),

اِلَّا تَنْفِرُوْا

হিরাক্লিয়াস হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সত্য নবী বলে অন্তরে জানতো। এ কারণে, সে ভয় পেয়ে গেলো এবং হুযূরের সাথে যুদ্ধ করেনি। হুযূর চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন। সুতরাং হযরত খালিদকে চারশতের অধিক অশ্বারোহী সৈন্য সহকারে আকীদর, দু'মাতুল জুনদাল-এর শাসকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। আর এরশাদ করেছিলেন, 'তোমরা তাকে বন্য গাভী শিকাররত অবস্থায়ই বন্দী করে নাও!" সুতরাং তাই করা হলো। যখন সে বন্য গাভী শিকারের জন্য আপন কিল্লা থেকে বের হয়েছিলো, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে গ্রেফতার করে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির করলেন। হুযূর জিয্য়া (কর) নির্দ্ধারিত করে তাকে ছেড়ে দিলেন। অনুরূপভাবে, 'আয়লা'-এর শাসকের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হলো এবং 'জিয্য়া'-এর উপর চুক্তি করলেন।

ফেরার সময় যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবার কাছাকাছি তাশরীফ আনলেন, তখন যেসব লোক জিহাদে অংশগ্রহণ না করে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তারা হাযির হলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা তাদের মধ্যে কারো সাথে কথা বলবে না, নিজেদের নিকটে বসাবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পুনরায় অনুমতি না দিই।" সুতরাং মুসলমানগণ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমন কি পিতা ও ভাইয়ের প্রতিও তাঁরা দৃষ্টিপাত করেন নি। এ প্রসঙ্গে এ পবিত্র আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৮৯. অর্থাৎ দুনিয়া এবং এর সমস্ত সামগ্রী ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত ও এর সমস্ত নি'মাত চিরস্থায়ী।

টীকা-৯০. হে মুসলমানগণ! রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক; তবে আল্লাহ্ তা'আলা–

★ এক মান্যিল = ষোল মাইল

টীকা-৯১. যারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ও অনুগত হবে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহায্য ও তাঁর দ্বীনকে সম্মান প্রদানের জন্য নিজেই যিম্মাদার। সুতরাং যদি তোমরা রসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনে ত্বরা করো তবে এ সৌভাগ্য তোমরাই লাভ করতে পারবে। আর যদি তোমরা অলসতা করো তবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য লোকদেরকেই আপন নবীর সেবার সৌভাগ্য দ্বারা সম্মানিত করবেন।

টীকা-৯২. অর্থাৎ হিজরতের সময় মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে। যখন কাফিরগণ 'দারুন্নাদ্‌ওয়াহ'-এর মধ্যে হুযূরের বিরুদ্ধে তাঁকে শহীদ করা ও বন্দী করা ইত্যাদি মন্দ ধরণের বিভিন্ন পরামর্শ করছিলো।

টীকা-৯৩. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

টীকা-৯৪. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে-

يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে নিয়ে আসবেন (৯১) এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; এবং আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন।

৪০. যদি তোমরা 'মাহ্‌বূব'কে সাহায্য না করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছে (৯২)- শুধু দু'জন থেকে, যখন তাঁরা উভয়ই (৯৩) গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন আপন সঙ্গীকে (৯৪) ফরমাচ্ছিলেন, 'দুঃখিত হয়োনা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর উপর আপন প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন (৯৫) এবং তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা তোমরা দেখোনি (৯৬) এবং তিনি কাফিরদের কথা নীচে নিক্ষেপ করেছেন (৯৭); আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি; এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪১. অভিযানে বের হয়ে পড়ো, চাই হালকা প্রাণে হোক, চাই ভারী হৃদয়ে হোক (৯৮) এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানো (৯৯)।

মানযিল - ২

মাস্‌আলাঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহাবী হবার প্রমাণ এ আয়াত থেকে পাওয়া যায়। হাসান ইবনে ফযল বলেছেন, "যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাহাবী হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করেছে সে ক্বোরআনের আয়াতকে অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে।" ★

টীকা-৯৫. এবং হৃদয়কে প্রশান্তি দান করেছেন

টীকা-৯৬. 'সে গুলো' দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের সৈন্যবাহিনী বুঝানো হয়েছে যারা কাফিরদের গতিধারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা তাদেরকে দেখতে পায়নি। আর বদর, আহযাব এবং হুনায়নের যুদ্ধসমূহেও তাদেরকে অদৃশ্য সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছিলেন।

টীকা-৯৭. কুফর ও শির্কের প্রতি আহ্বানকে নীচু করেছিলেন;

টীকা-৯৮. অর্থাৎ আনন্দচিত্তে হোক অথবা নিরানন্দে। অপর এক অভিমত এ যে, শক্তি সহকারে কিংবা দুর্বলতা সহকারে এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যতীত কিংবা সরঞ্জাম সহকারে।

টীকা-৯৯. অর্থাৎ জিহাদের সাওয়াব বসে থাকা অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং যথাযথভাবে প্রস্তুতি নাও, অলসতা করোনা।

★ এ থেকে দু'টি মাস্‌আলা জানা যায়ঃ এক) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর সাহাবীত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাঁকে 'সাহাবী' বলে মেনে নেয়া ঈমানী ও ক্বোরআনী বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে অবিশ্বাস করা 'কুফর'। দুই) সিদ্দীক্বে আকবরের মর্যাদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর সর্বাপেক্ষা উর্দ্ধে। কারণ, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (দঃ)-এর 'দ্বিতীয়' বলেছেন। এ কারণেই হুযূর (দঃ) তাঁকে আপন মুসাল্লার ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চার ঔরসের সাহাবীঃ তাঁর মাতা-পিতাও, তিনি নিজেও, তাঁর সমস্ত সন্তান-সন্ততিও এবং তাঁর পৌত্র-পৌত্রীও (সাহাবী); যেমন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম্ চার ঔরসের নবী। এটা তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

একথাও জানা যায় যে, হুযূর (দঃ)-এর পর খিলাফত হযরত সিদ্দীক্বে আক্‌বরেরই। খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে 'দ্বিতীয়' হবার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সুতরাং তাঁকে তৃতীয়/চতুর্থ ইত্যাদি কে করতে পারে? তিনি তো ইন্তিকালের পর কবরেও 'দ্বিতীয়'; হাশর ময়দানেও দ্বিতীয় হবেন। (নূরুল ইরফান)

টীকা-১০০. এবং পার্থিব লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের আশংকা না থাকতো,

টীকা-১০১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-১০২. এসব মুনাফিক; এবং এভাবে ক্ষমা চাইবে-

টীকা-১০৩. মুনাফিকগণ এ ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই খবর দিয়ে দেয়া অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান ও নবূয়তের প্রমাণাদির শামিল। সুতরাং যেভাবে এরশাদ করেছিলেন সেভাবেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং তারা এ-ই অজুহাতই পেশ করেছিলো এবং মিথ্যা শপথ করেছিলো।

টীকা-১০৪. মিথ্যা শপথ করে

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৪২. যদি কোন নিকটবর্তী সম্পদ কিংবা মধ্যম ধরণের সফর হতো (১০০), তবে তারা অবশ্যই আপনার সাথে যেতো (১০১); কিন্তু তাদের উপরতো কষ্টের পথ সুদীর্ঘ মনে হলো; এবং এখন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে (১০২), 'পারলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম (১০৩)।' তারা নিজেদের আত্মাগুলোকেই ধ্বংস করছে (১০৪) এবং আল্লাহ্ জানেন যে, তারা নিশ্চয় নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

রুকূ' - সাত

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৪৩. আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন (১০৫), আপনি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট স্পষ্ট হয়নি সত্যবাদীরা এবং প্রকাশ পায়নি মিথ্যাবাদীরা।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৪. এবং ঐ সব লোক, যারা আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর ঈমান রাখে, তারা ছুটি প্রার্থনা করবে না এ থেকে যে, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে; এবং আল্লাহ্ খুব ভালভাবে জানেন পরহেযগারদেরকে।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝

৪৫. আপনার নিকট এ ছুটি প্রার্থনা করছে তারাই, যারা আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখেনা (১০৬) এবং যাদের অন্তর সংশয়ে পড়েছে। সুতরাং তারাতো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত (১০৭)।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً

৪৬. যদি তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো (১০৮), তবে তজ্জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মিথ্যা শপথ করা ধ্বংসের কারণ।

টীকা-১০৫. عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ (আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন!) বাক্য দ্বারা বক্তব্য আরম্ভ করা ও সম্বোধনের সূচনা করা সম্বোধিতজনের তা'যীম ও সম্মানের মধ্যে বিশেষ জোর দেয়ার জন্যই। আর আরবী ভাষায় এ পরিভাষা সুপ্রচলিত যে, সম্বোধিতজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এ ধরণের বাক্য ব্যবহার করা হয়। ক্বাযী আয়ায (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর শেফা শরীফে বলেছেন, "যে কেউই এ বাক্যকে 'অসন্তোষ প্রকাশ' বলে ধরে নিয়েছে সে ভুল করেছে। কারণ, তাবূকের যুদ্ধে হাযির না হওয়া এবং ঘরে বসে থাকার জন্য অনুমতিপ্রার্থীদেরকে অনুমতি দেয়া বা না দেয়া উভয়ই হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইখতিয়ারভুক্ত ছিলো এবং তিনি (দঃ) এর মধ্যে স্বাধীন ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেছেন- فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ (সুতরাং আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন)। কাজেই, لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ (আপনি কেন তাদেরকে অনুমতি দিলেন?) এরশাদ ফরমানো অসন্তোষ প্রকাশের জন্য নয়; বরং এ কথাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, আপনি যদি তাদেরকে অনুমতি না দিতেন, তবুও তারা জিহাদে অংশগ্রহণকারী ছিলোনা।" আর عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ -এর অর্থ এ যে, 'আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন! গুনাহ্‌র সাথে তো আপনার কোন সম্পর্কই নেই। এতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ, তাঁর অন্তরকে প্রশান্তি ও সান্ত্বনা প্রদানই উদ্দেশ্য যেন لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ এরশাদ করার ফলে তাঁর বরকতময় হৃদয়ে কোন প্রকার বোঝা অনুভব না হয়।

টীকা-১০৬. অর্থাৎ মুনাফিকগণ

টীকা-১০৭. না এদিকের হলো, না ওদিকের; না কাফিরদের সাথে থাকতে পারলো, না মু'মিনদের সঙ্গে থাকতে পারলো।

টীকা-১০৮. এবং জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করতো,

টীকা-১০৯. তাদের অনুমতি চাওয়ার উপর

টীকা-১১০. 'যারা বসে রয়েছে' দ্বারা স্ত্রীলোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ এবং পঙ্গু লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১১১. এবং বিভিন্ন মিথ্যা কথা বানিয়ে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো;

টীকা-১১২. যারা তোমাদের কথা তাদের নিকট পৌছায়

টীকা-১১৩. এবং তারা আপনার সাহাবীদেরকে দ্বীন থেকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করেছিলো; যেমন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক উহুদ যুদ্ধের দিনে করেছিলো যে, মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য স্বীয় দল নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো।

কিন্তু আল্লাহ্‌রই নিকট তাদের অভিযাত্রা মনঃপূত হলোনা; সুতরাং তাদের মধ্যে অলসতা ভর্তি করে দিলেন এবং (১০৯) বলা হলো, 'যারা বসে রয়েছে তাদের সাথে বসে থাকো (১১০)।'

৪৭. যদি তারা তোমাদের মধ্যে বের হতো, তবে তাদের দ্বারা ক্ষতি ব্যতীত তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি পেতোনা এবং তোমাদের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যখানে ছুটাছুটি করতো (১১১); এবং তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর মওজুদ রয়েছে (১১২) এবং আল্লাহ্ খুব জানেন যালিমদেরকে।

৪৮. নিঃসন্দেহে তারা প্রথমেই ফিৎনা চেয়েছিলো (১১৩) এবং হে মাহবূব! আপনার জন্য তারা কার্যপ্রণালীকে ওলট-পালট করে ফেলেছিলো (১১৪), শেষ পর্যন্ত সত্য আসলো (১১৫) এবং আল্লাহ্‌র হুকুম প্রকাশ পেলো (১১৬) এবং (তা) তাদের অপছন্দনীয় ছিলো।

৪৯. এবং তাদের মধ্যে কেউ আপনার নিকট এভাবে আরয করে, 'আমাকে অব্যাহতি দিন এবং ফিৎনায় ফেলবেন না (১১৭)!' শুনে নাও! তারাই ফিৎনার মধ্যে পড়েছে (১১৮); এবং নিশ্চয়, জাহান্নাম বেষ্টন করে আছে কাফিরদেরকে।

৫০. যদি আপনার মঙ্গল হয় (১১৯), তবে তাদের খারাপ লাগে, আর যদি আপনার কোন বিপদ ঘটে (১২০) তবে তারা বলে (১২১), 'আমরা আমাদের কাজ পূর্বাহ্নেই ঠিক করে নিয়েছিলাম।' এবং তারা খুশী উদ্‌যাপন করে বেড়ায়।

وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۝

টীকা-১১৪. এবং তারা আপনার কর্ম পণ্ড করার জন্য এবং দ্বীনের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অনেক ধরণের চক্রান্ত ও প্রতারণা করেছিলো।

টীকা-১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সমর্থন ও সাহায্য

টীকা-১১৬. এবং তাঁর দ্বীন বিজয়ী হলো

টীকা-১১৭. শানে নুযূলঃ এ আয়াত জুদ ইবনে ক্বায়স মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন তখন জুদ ইবনে ক্বায়স বললো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার সম্প্রদায় জানে যে, আমি স্ত্রীলোকদের প্রতি বড়ই আসক্ত। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমি রোমান স্ত্রীলোকদের দেখলে নিজেকে সামলাতে পারবো না। এ কারণে, আপনি আমাকে এখানেই থেকে যাবার অনুমতি দিন। আর ঐসব স্ত্রীলোকের ফিৎনায় ফেলবেন না। আপনাকে আমার সম্পদ দ্বারা সাহায্য করবো।" হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "এটা তার চালবাজিই ছিলো। এ'তে মুনাফিকী ব্যতীত অন্য কোন কারণ ছিলোনা।" রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১১৮. কেননা, জিহাদ থেকে বিরত থেকে যাওয়া এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরোধিতা করাই হচ্ছে মহা ফিৎনা।

টীকা-১১৯. আর আপনি শত্রুর উপর বিজয়ী হন এবং 'যুদ্ধে পরিত্যক্ত সম্পদ' (গণীমত) আপনার হাতে আসে,

টীকা-১২০. এবং কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হন

টীকা-১২১. অর্থাৎ মুনাফিকগণ যে, চালাকীর সাথে যুদ্ধে না গিয়ে,

টীকা-১২২. হয়ত বিজয় ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত সম্পদ (গণীমত) পাওয়া যাবে অথবা শাহাদাত ও মাগফিরাত। কেননা, মুসলমান যখন জিহাদে যান তখন

যদি তিনি বিজয়ী হন, তবে তিনি বিজয়, গণীমত এবং মহা সাওয়াব লাভ করেন। আর যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হন, তবে তাঁর শাহাদাত লাভ হয়, যা তার সর্বোচ্চ লক্ষ্যই হয়।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. আপনি বলুন, 'আমাদের নিকট পৌঁছবে না, কিন্তু যা কিছু আল্লাহ্ আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মুনিব এবং মুসলমানদের, আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. আপনি বলুন! 'তোমরা আমাদের উপর কোন্ জিনিসের অপেক্ষা করছো? কিন্তু দু'টি মঙ্গলের মধ্য থেকে একটারই (১২২) এবং আমরা তোমাদের উপর এ প্রতীক্ষায় রয়েছি যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন তাঁরই নিকট থেকে (১২৩) অথবা আমাদেরই হাত (১২৪)। সুতরাং তোমরা এখন প্রতীক্ষা করো। আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি (১২৫)।'

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আপনি বলুন, 'সানন্দে ব্যয় করো অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে- তোমাদের নিকট থেকে কখনো গৃহীত হবেনা (১২৬); নিশ্চয়, তোমরা নির্দেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং তারা যা ব্যয় করে তা গ্রহণ করা বন্ধ হয়নি, কিন্তু এ জন্যই যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে অস্বীকার করেছে, এবং নামাযে আসেনা কিন্তু অলসতার সাথে এবং খরচ করেনা কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে (১২৭)।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্ এটাই চান যে, পার্থিব জীবনেই ঐসব বস্তু দ্বারা তাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন এবং কুফরের উপরই তাদের শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাক (১২৮)।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۗ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. এবং (তারা) আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে (১২৯) যে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত (১৩০); অথচ (তারা) তোমাদের অন্তর্ভুক্তই নয় (১৩১) হাঁ, সেসব লোক ভয় করে থাকে (১৩২)।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যদি পায় কোন আশ্রয়স্থল অথবা গিরিগুহা কিংবা সঙ্কুলান-স্থান, তবে অবাধ্য হয়ে সেদিকে ফিরে যাবে (১৩৩)।

টীকা-১২৩. এবং তোমাদেরকে আদ ও সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মতই ধ্বংস করবেন।

টীকা-১২৪. তোমাদেরকে হত্যা ও গ্রেফতারের শাস্তিতে আক্রান্ত করবেন।

টীকা-১২৫. যে, তোমাদের কি পরিণতি হয়?

টীকা-১২৬. শানে নুযূলঃ এ আয়াত জুদ ইবনে ক্বায়স মুনাফিকের প্রত্যুত্তরে নাযিল হয়েছে, যে জিহাদে না যাবার অনুমতি প্রার্থনা করার সাথে সাথে একথাও বলেছিলো, "আমি আমার সম্পদ দ্বারা সাহায্য করবো।" এর জবাবে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পক্ষে এরশাদ করলেন, "তোমরা খুশী হয়ে দাও কিংবা নাখোশ হয়ে দাও- তোমাদের মাল গ্রহণ করা হবে না।" অর্থাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করবেন না। কেননা, এ 'দেয়াটা' আল্লাহ্‌র জন্যই নয়।

টীকা-১২৭. কেননা, তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা নয়।

টীকা-১২৮. সুতরাং সেই মাল তাদের পক্ষে শান্তির কারণ হলো না, বরং শাস্তিরই কারণ হলো।

টীকা-১২৯. অর্থাৎ মুনাফিকগণ; এর উপর যে,

টীকা-১৩০. অর্থাৎ তোমাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, মুসলমান;

টীকা-১৩১. তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছে ও মিথ্যা বলছে

টীকা-১৩২. যে, যদি তাদের মুনাফিকী প্রকাশ পেয়ে যায়, তখনতো মুসলমানগণ তাদের সাথে তেমনি ব্যবহার করবে, যেমন মুশরিকদের সাথে করেছেন। এ কারণে, তারা তাদের বাতিল আক্বীদাকে গোপন করে (تقية) নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করছে।

টীকা-১৩৩. কেননা, তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিদ্বেষ বিরাজ করছে।

টীকা-১৩৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত যুল্‌-খুয়ায়সারাহ্ তামীমীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ ব্যক্তির নাম- 'হারকূস ইবনে যুহায়র'। এ লোকটাই হচ্ছে খারেজী সম্প্রদায়ের মূল ও বুনিয়াদ। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গণীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন যুল-খোয়ায়সারাহ্ বললো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইনসাফ করুন!" হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "তোমার অনিষ্ট হোক! আমি ইনসাফ না করলে ইনসাফ কে করবে?" হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবেদন করলেন, "আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।" হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "তাকে ছেড়ে দাও! তার আরো এমন সঙ্গী ও অনুসারী রয়েছে যে, তোমরা তাদের নামাযগুলোর সম্মুখে নিজেদের নামাযগুলোকে এবং তাদের রোযাগুলোর সম্মুখে নিজেদের রোযাগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। আর তারা ক্বোরআন পড়বে এবং তা তাদের কণ্ঠসমূহের নীচে নামবেনা। তারা দ্বীন থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে।"

টীকা-১৩৫. সাদক্বাহ্‌সমূহ

টীকা-১৩৬. যেন, (তিনি) আমাদের উপর আপন করুণাকে প্রশস্ত করেন এবং আমাদেরকে এমন ধনী করেন যেন সৃষ্টির ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী না হই।

টীকা-১৩৭. যখন মুনাফিকগণ সাদক্বাহ্‌সমূহ বন্টনের ক্ষেত্রে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করলো, তখন মহামহিম আল্লাহ্ এ আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করে দিলেন যে, সাদক্বাহ্‌সমূহের উপযুক্ত শুধু এ আট প্রকারের লোকেই। এদেরই উপর সাদক্বাহ্‌সমূহ ব্যয় করা যাবে। এরা ব্যতীত অন্য কেউ উপযুক্ত নয়। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, সাদক্বাহ্‌র মালের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর সাদক্বাহ্‌সমূহ হারাম। সুতরাং সমালোচনাকারীদের জন্য আপত্তি উত্থাপন করার অবকাশ কোথায়? এ আয়াতের মধ্যে 'সাদক্বাহ্‌সমূহ' দ্বারা 'যাকাতের কথা' বুঝানো হয়েছে।

মাস্‌আলাঃ যাকাতের উপযোগী মোট আট ধরণের লোককেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ। 'যাদের অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়' সাহাবা কেরামের ঐকমত্য দ্বারা, রহিত হয়ে গেছে। কেননা, যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে বিজয় দান করেছেন, তখন সেটার প্রয়োজন বাকী থাকেনি। এ 'ঐকমত্য' হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত কালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫৮. এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, সাদক্বাহ্ বন্টনের ক্ষেত্রে আপনার সমালোচনা করে (১৩৪), সুতরাং যদি সেগুলো (১৩৫) থেকে কিছু পায়, তবে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আর যদি না পায়, তবে তখনই তারা নারায হয়ে যায়।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. এবং কতই ভাল হতো যদি তারা তাতেই সন্তুষ্ট হতো, যা আল্লাহ্ ও রসূল তাদেরকে দিয়েছেন এবং বলতো, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এখন আল্লাহ্ আমাদেরকে দিচ্ছেন আপন করুণা থেকে এবং আল্লাহ্‌র রসূলও; আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি আসক্ত (১৩৬)।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

রুকূ' - আট

৬০. যাকাত তো এসব লোকেরই জন্য (১৩৭)- যারা অভাবগ্রস্ত, নিতান্ত নিঃস্ব, যারা তা সংগ্রহ করে আনে, যাদের অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, ক্রীতদাস-মুক্তির মধ্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা বিধান আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

মাস্‌আলাঃ فَقِيْرٌ (অভাবগ্রস্ত) হচ্ছে- ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিঞ্চিত সামগ্রী রয়েছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এক বেলার জন্য কিছু থাকে তার জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়।

مِسْكِيْن (মিস্‌কীন বা নিতান্ত নিঃস্ব) হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই। সে ভিক্ষা করতে পারে।

عَامِلِيْن (যারা যাকাত সংগ্রহ করে আনে) হচ্ছে তারাই, যাদেরকে ইমাম সাদ্‌ক্বাহ সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেন। তাদেরকে ইমাম ঐ পরিমাণ দেবেন, যা তাদের জন্য এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য যথেষ্ট হয়।

মাস্‌আলাঃ যদি সাদক্বাহ্ সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তি ধনী হয় তবুও তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ।

মাস্‌আলাঃ 'সাদক্বাহ্ সংগ্রহকারী' সৈয়্যদ কিংবা হাশেমী হলে, তবে তিনি যাকাত থেকে গ্রহণ করবেন না।

'দাসমুক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য এ যে, যেসব ক্রীতদাসকে তাদের মুনিবেরা 'মুকাতাব' (مُكَاتَبْ) সাব্যস্ত করেছে তাদেরকে মুক্ত করা।

'মুকাতাব' (مُكَاتَبْ) হচ্ছে ঐসব দাস, যাদের জন্য তাদের মুনিব একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল (অর্থ) নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন যে, ঐ পরিমাণ পরিশোধ করলে তারা আযাদ হবে। তারাও উপযোগী। তাদেরকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের মাল দেয়া যাবে।

'ঋণগ্রস্তগণ'ঃ যারা কোন পাপ ব্যতীতই কর্জগ্রস্ত হয় এবং এ পরিমাণ সম্পদেরও মালিক নয় যে, তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে। তাদেরকে ঋণমুক্ত করার

জন্য যাকাতের মাল থেকে সাহায্য করা যাবে।

'আল্লাহর পথে ব্যয় করা' দ্বারা 'সাজ-সরঞ্জামহীন মুজাহিদ এবং দরিদ্র হাজীদের জন্য ব্যয় করা' বুঝানো হয়েছে।

اِبْنِ السَّبِيْلِ (ইবনে সাবীল) হচ্ছে- ঐসব মুসাফির, যাদের সাথে মাল-সামগ্রী নেই।

মাস্‌আলাঃ যাকাতদাতার জন্য এটাও বৈধ যে, সে এ সমস্ত শ্রেণীর লোককে যাকাত দেবে। এটাও বৈধ যে, তাদের মধ্যে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে প্রদান করবে।

মাস্‌আলাঃ যেহেতু যাকাত উপরোক্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু তারা ব্যতীত অন্য কোন খাতে তা ব্যয় করা যাবে না। না মসজিদ নির্মাণের কাজে, না মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য, না তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য।

মাস্‌আলাঃ যাকাত হাশেমী বংশের লোক, ধনী এবং তাদের ক্রীতদাসকে দেয়া যাবেনা এবং না কেউ তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং ক্রীতদাসকেও দেবে (তাফসীর-ই-আহমদী ও মাদারিক)

৬১. এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে, যারা সেই অদৃশ্যের সংবাদদাতাকে কষ্ট দেয় (১৩৮) এবং বলে, 'তিনি তো কান!' আপনি বলুন, 'তোমাদের মঙ্গলের জন্যই কান হন।' আল্লাহর উপর ঈমান আনেন এবং মু'মিনদের কথায় বিশ্বাস করেন (১৩৯); আর তোমাদের মধ্যে যারা মুসলমান, তাদের জন্য রহমত। এবং যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৬২. আমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে (১৪০) যেন তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে নেয় (১৪১); আল্লাহ্ ও রসূলের এ হক অধিক ছিলো যে, তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা ঈমান রাখতো।

৬৩. তারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি বিরোধিতা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের, তবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই বড় লাঞ্ছনা।

৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের (১৪২) উপর কোন সূরা এমন নাযিল হয় কিনা, যা তাদের (১৪৩) অন্তরগুলোর গোপন কথা (১৪৪) ব্যক্ত করে দেবে! আপনি বলুন! 'বিদ্রূপ করতে থাকো, আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার তোমাদের ভয় রয়েছে।'

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۭ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۭ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

টীকা-১৩৮. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে

শানে নুযূলঃ মুনাফিকগণ তাদের বৈঠকসমূহের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে অশোভন কথাবার্তা বলে বকাবকি করতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, "যদি হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অবহিত হয়ে যান, তবে আমাদের জন্য মঙ্গল হবেনা।" জাল্লাস ইবনে সুয়াইদ মুনাফিক বললো, "আমরা যা ইচ্ছা বলবো, হুযূরের সামনে গিয়ে প্রতারণা করবো। আর শপথ করে ফেলবো।' তিনি তো কানই; তাঁকে যা বলে দেয়া হয় তা শুনে মেনে নিয়ে থাকেন।" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন। আর একথা এরশাদ করেন যে, যদি তিনি শ্রবণকারীও হন তবে তিনি মঙ্গল ও সংশোধনের কথাই শ্রবণ করেন ও মেনে নেন; অনিষ্ট ও ফ্যাসাদের কথা নয়।

টীকা-১৩৯. না মুনাফিকদের কথায় উপর।

টীকা-১৪০. মুনাফিকগণ; এ জন্য যে,

টীকা-১৪১. শানে নুযূলঃ মুনাফিকগণ তাদের বৈঠকসমূহে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমালোচনা করতো। আর মুসলমানদের নিকট এসে তা অস্বীকার করতো এবং আল্লাহর নামে বিভিন্ন শপথ করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্নভাবে শপথ করার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলকে সন্তুষ্ট করা। যদি তারা ঈমান রাখতো, তবে তারা এমনি আচরণ কেনই বা করলো, যা খোদা ও রসূলের অসন্তুষ্টিরই কারণ হয়।

টীকা-১৪২. অর্থাৎ মুসলমানদের

টীকা-১৪৩. অর্থাৎ মুনাফিকদের

টীকা-১৪৪. 'অন্তরসমূহের গোপন' কথা হচ্ছে- তাদের মুনাফিকীই এবং ঐ বিদ্বেষ ও শত্রুতা, যা তারা মুসলমানদের প্রতি রাখতো এবং গোপন করতো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাসমূহ দেখা, তাঁর অদৃশ্যের সংবাদ শুনা এবং তা বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার

পর মুনাফিকদের আশংকা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্ এমন কোন সূরা নাযিল করছেন কিনা, যাতে তাদের রহস্যাদি ফাঁস করে দেয়া হবে এবং তাদের লাঞ্ছনা হবে! এ আয়াতে এরই বিবরণ রয়েছে।

টীকা-১৪৫. শানে নুযূলঃ তাবূকের যুদ্ধে যাবার সময় মুনাফিকদের তিন ব্যক্তির মধ্যে দু'জন লোক রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিদ্রূপবশতঃ বলেছিলো, "তিনি (দঃ) মনে করছেন যে, তাঁরা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন। এ কেমনই অবাস্তব ধারণা!" অপর একজন তো কিছুই বলতো না, কিন্তু উক্ত মন্তব্যগুলো শুনে হাসতে থাকতো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের তলব করে এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা এমন এমন বলছিলে?" তারা বললো, "আমরা তো পথ অতিক্রম করার জন্য হাসি-কৌতুক স্বরূপ কিছু মনভোলানো কথাবার্তা বলছিলাম।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদের এ বাহানা-অজুহাত গৃহীত হয়নি। তাদের প্রসঙ্গে এটাই এরশাদ হয়েছে, যা সামনে এরশাদ হচ্ছে-

৬৫. এবং হে মাহবূব! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলবে, 'আমরা তো এমনি হাসি-খেলার মধ্যে ছিলাম (১৪৫)।' আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?'

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝

৬৬. মিথ্যা অজুহাত রচনা করোনা! তোমরা কাফির হয়ে গেছো মুসলমান হবার পর (১৪৬)। যদি আমি তোমাদের মধ্যে কাউকেও ক্ষমা করে দিই (১৪৭), তবে অন্যান্যদেরকে শাস্তি দেবো; এ কারণে যে, তারা অপরাধী ছিলো (১৪৮)।

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

রুকূ' - নয়

৬৭. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারীগণ এক থলের একই বস্তু (১৪৯), অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় (১৫০) এবং সৎকর্মে নিষেধ করে (১৫১) আর নিজেদের মুষ্ঠি বন্ধ রাখে (১৫২) ও তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে বসেছে (১৫৩); সুতরাং আল্লাহ্-ও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন (১৫৪)। নিশ্চয় মুনাফিকরা সেই পাকা নির্দেশ অমান্যকারী।

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

৬৮. আল্লাহ্ মুনাফিক নর, মুনাফিক নারীগণ এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার মধ্যে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে এবং সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

টীকা-১৪৬. মাস্'আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করা কুফর; তা যে ধরণেরই হোক না কেন, তাতে কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা-১৪৭. তার তাওবাকারী হওয়া ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনার কারণে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্বের অভিমত হচ্ছে- এটা দ্বারা ঐ ব্যক্তির কথাই বুঝানো হয়েছে, যে হাস্য-বিদ্রূপ করতো, কিন্তু সে স্বীয় মুখে কোন অশালীন মন্তব্য করেনি।

যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তখন সে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছে আর সে এ প্রার্থনা করেছে, "হে প্রতিপালক! আমাকে আমার এ যাত্রাপথে শহীদ করিয়ে এমন মৃত্যু দান করো যাতে কোন ব্যক্তিই এ কথা বলতে না পারে- 'আমি গোসল দিয়েছি, আমি কাফন পরিয়েছি ও আমি দাফন করেছি।' সুতরাং অনুরূপই ঘটেছিলো। সে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো এবং এর পর তার লাশের কোন হদিসই পাওয়া যায়নি। তার নাম 'য়াহ্য়া ইবনে হিম্য়ার আশজা'ঈ'। যেহেতু সে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সমালোচনা থেকে নিজের জিহ্বাকে বিরত রেখেছিলো, সেহেতু তাঁর তাওবা ও ঈমান আনার তৌফিক লাভ হয়েছে।

টীকা-১৪৮. এবং নিজেদের অপরাধের উপর অটল থেকে যায় এবং তাওবাও করেনি।

টীকা-১৪৯. তারা সবাই মুনাফেকী ও অপকর্মের মধ্যে সমান। তাদের অবস্থা হচ্ছে এ যে,

টীকা-১৫০. অর্থাৎ কুফর ও অবাধ্যতার এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে অস্বীকার করার। (খাযিন)

টীকা-১৫১. অর্থাৎ ঈমান, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সত্যায়ন করতে (বাধা দেয়)।

টীকা-১৫২. আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা থেকে

টীকা-১৫৩. এবং তারা তাঁরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টি তালাশ করেনি;

টীকা-১৫৪. এবং প্রতিদান ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেছেন।

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٦٩

৬৯. যেমন ঐসব লোক, যারা তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে ছিলো, তোমাদের চেয়ে শক্তিতে অধিক ছিলো এবং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের চেয়ে বেশী ছিলো; সুতরাং তারা নিজেদের অংশ (১৫৫) ভোগ করে গেছে, অতঃপর তোমরা তোমাদের অংশ ভোগ করছো, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের অংশ ভোগ করে গেছে। আর তোমরা অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়েছো, যেমন তারা লিপ্ত হয়েছিলো (১৫৬)। তাদের কর্ম বিনষ্ট হয়েছে- দুনিয়া ও আখিরাতে এবং সেসব লোকই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (১৫৭)।

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠

৭০. তাদের নিকট (১৫৮) কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ আসেনি (১৫৯)? নূহের সম্প্রদায় (১৬০), 'আদ (১৬১), সামূদ (১৬২) ও ইব্রাহীমের সম্প্রদায়, (১৬৩) এবং মাদ্য়ানবাসীদের (১৬৪) এবং আর বস্তিসমূহের, যেগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে (১৬৫)? তাদের রসূল সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট নিয়ে এসেছিলেন (১৬৬)। সুতরাং আল্লাহ্‌র এ শান ছিলো না যে, তাদের উপর যুলুম করতেন (১৬৭); বরং তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মাগুলোর উপর অত্যাচারী ছিলো (১৬৮)।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

৭১. এবং মুসলমান নর ও মুসলমান নারীগণ একে অপরের বন্ধু (১৬৯); সৎকর্মের নির্দেশ দেয় (১৭০) এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করে; নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ও (তাঁর) রসূলের নির্দেশ মান্য করে। তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ সহসা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা-১৫৫. পার্থিব ভোগ-বিলাস ও কামোদ্দীপনাসমূহে

টীকা-১৫৬. এবং তোমরা বাতিলের অনুসরণ, খোদা ও রসূলের অস্বীকার করা এবং মু'মিনদের সাথে বিদ্রূপ করার মধ্যে তাদের পথকেই বেছে নিয়েছো

টীকা-১৫৭. সেই কাফিরদের ন্যায়, হে মুনাফিকগণ! তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের কর্ম নিষ্ফল।

টীকা-১৫৮. অর্থাৎ মুনাফিকদের নিকট

টীকা-১৫৯. গত হয়েছে এমন উম্মতদের অবস্থা সম্পর্কে কি অবগত হয়নি? আমি তাদেরকে আমার নির্দেশের বিরোধিতা এবং নিজ রসূলগণের অবাধ্য হবার কারণে কিভাবে ধ্বংস করেছি!

টীকা-১৬০. যারা তুফান দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-১৬১. যাদেরকে প্রচণ্ড বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-১৬২. যাদেরকে ভূমিকম্প দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছে।

টীকা-১৬৩. যাদেরকে (তাদের নিকট থেকে) নি'মাত ছিনিয়ে নিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আর নমরূদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো ক্ষুদ্র মশা দ্বারা।

টীকা-১৬৪. অর্থাৎ হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়, যারা 'মেঘ-দিবসের' শাস্তি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-১৬৫. এবং ওলট-পালট করে ফেলা হয়েছে। সেগুলো লূত-সম্প্রদায়ের বস্তি ছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত ছয় সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন- এ কারণে যে, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, যেগুলো আরবভূমির একেবারেই নিকটবর্তী, এসব শহরে উপরোক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলোর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিলো; আর আরবের লোকেরা ঐসব স্থানের উপর দিয়ে প্রায়শঃ যাতায়ত করতো।

টীকা-১৬৬. সেসব লোক সত্যায়ন করার পরিবর্তে নিজেদের রসূলগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে অস্বীকার করেছিলো; যেমন হে মুনাফিক কাফিরগণ! তোমরা করছো। ভয় করো যেন তাদেরই মতো কঠিন শাস্তির শিকার না হও।

টীকা-১৬৭. কেননা, তিনি প্রজ্ঞাময়, বিনা অপরাধে কাউকেও শাস্তি দেননা;

টীকা-১৬৮. অর্থাৎ- কুফর এবং নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে অস্বীকার করে শাস্তির উপযোগী হয়েছে।

টীকা-১৬৯. এবং পরস্পর দ্বীনী ভালবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা রাখে এবং একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতাকারী;

টীকা-১৭০. এবং আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান আনার এবং শরীয়তের অনুসরণের

টীকা-১৭১. হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, বেহেশ্‌তের মধ্যে মণিমুক্তা, লালবর্ণের রুবী পাথর এবং যবরজদ পাথরের অট্টালিকা মু'মিনদেরকেই দেয়া হবে।

টীকা-১৭২. সমস্ত নি'মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আল্লাহ্‌র আশেক্বদের সর্বাপেক্ষা বড় আকাংখা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দান করুন! (আমীন!)

টীকা-১৭৩. কাফিরদের বিরুদ্ধে তো তরবারি ও যুদ্ধ দ্বারা, আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করে

টীকা-১৭৪. শানে নুযূলঃ ইমাম বাগাভী কাল্‌বী থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত জাল্লাস ইবনে সুয়াইদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা এ ছিলো যে, একদিন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাবূকে খোৎবা প্রদান করেছিলেন। তাতে মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের দূরবস্থা ও অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা করেন। এটা শুনে জাল্লাস বললো, "যদি মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্য হন, তবে আমরা গাধা অপেক্ষাও অধম।"

যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন আমের ইবনে ক্বায়স হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জাল্লাসের উক্ত মন্তব্যের কথা বলে দিলেন। জাল্লাস তা অস্বীকার করলো। আর বললো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমের আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে।" হুযূর উভয়কে নির্দেশ দিলেন যেন মিম্বর শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে শপথ করে। জাল্লাস আসরের নামাযের পর মিম্বর শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বললো যে, সে উক্ত মন্তব্য করেনি এবং আমেরই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর আমের দাঁড়িয়ে শপথ করে বললেন, "নিঃসন্দেহে এ উক্তি জাল্লাস করেছে। আমি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিনি।" অতঃপর আমের হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে প্রতিপালক! আপন নবীর প্রতি সত্যের সত্যায়ন অবতীর্ণ করুন।"

তারা উভয়ে পরস্পর থেকে পৃথক হবার পূর্বেই হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এ আয়াত শরীফ নিয়ে অবতীর্ণ হন। আয়াতে فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ শুনা মাত্রই জাল্লাস দাঁড়িয়ে গেলো এবং আরয করলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, শুনুন! আল্লাহ্ আমাকে তাওবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমের বিন ক্বায়স যা কিছু বলেছে সত্য বলেছে। আমি উক্ত উক্তি করেছিলাম আর এখন আমি 'তাওবা-ইস্তেগফার করছি।" হুযূর তার তাওবা গ্রহণ করেছেন। আর সেও তাওবার উপর অটল থাকলো।

৭২. আল্লাহ্ মুসলমান নর ও মুসলমান নারীদেরকে জান্নাতসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, যেগুলোর মধ্যে তারা স্থায়ী হবে; এবং পবিত্র স্থানসমূহের (১৭১); বসবাস করার-বাগানসমূহের মধ্যে; এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ (১৭২)। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্যলাভ।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

রুকু' - দশ

৭৩. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে (১৭৩) এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। আর তাদের ঠিকানা দোযখ এবং তা কতই নিকৃষ্ট স্থান প্রত্যাবর্তনের!

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৪. আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা বলেনি (১৭৪); এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা কুফরের কথা বলেছে এবং ইসলামের মধ্যে এসে কাফির হয়ে গেছে এবং তারা যা চেয়েছিলো তা তারা পায়নি (১৭৫); এবং তাদের নিকট কি মন্দ লেগেছে? এ কথাই নয় কি যে, আল্লাহ্ ও রসূল তাদেরকে নিজ কৃপায় অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন (১৭৬)? সুতরাং তারা যদি তাওবা করে তবে তাদের জন্য ভাল হবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৭৭), তবে আল্লাহ্ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন- দুনিয়া ও আখিরাতে এবং পৃথিবীতে না তাদের কোন অভিভাবক থাকবে, না সাহায্যকারী (১৭৮)।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا وَمَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

টীকা-১৭৫. মুজাহিদ বলেছেন, "রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার আশংকায় আমেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলো। সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন যে, তা পূর্ণ হয়নি।"

টীকা-১৭৬. এমতাবস্থায় তাদের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই অপরিহার্য ছিলো; অকৃতজ্ঞতা নয়।

টীকা-১৭৭. তাওবা ও ঈমান থেকে; এবং কুফর ও মুনাফিকীর উপর অটল থাকে।

টীকা-১৭৮. যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

টীকা-১৭৯. **শানে নুযূলঃ** সা'লাবাহ্ ইব্‌নে হাতেব বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে দরখাস্ত করলো যেন হুযূর তার জন্য ধনী হবার দো'আ করেন। হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "হে সা'লাবাহ্! স্বল্প সম্পদ, যার তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা ঐ অধিক সম্পদ অপেক্ষা উত্তম যার শোকরিয়া তুমি আদায় করতে পারবে না।" অতঃপর পুনরায় সা'লাবাহ্ পবিত্র দরবারে হাযির হয়ে একই দরখাস্ত করলো। আর আরয করলো, "তাঁরই শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন। তিনি যদি আমাকে সম্পদ দান করেন, তবে আমি প্রত্যেক হক্‌দারের হক আদায় করবো।"

হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দো'আ ফরমালেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার ছাগলের পালে বরকত দান করলেন এবং (তা) এতই বেড়ে গেলো যে, মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যে সেগুলো রাখার স্থান সংকুলান হয়নি। অতঃপর সা'লাবাহ্ সেগুলো নিয়ে জঙ্গলে চলে গেলো। আর জুমু'আহ্ ও জমা'আত থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হয়ে গেলো।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সাহাবা কেরাম আরয করলেন, "তার সম্পদ অনেক বেড়ে গেছে এবং এখন জঙ্গলেও তার মালের স্থান সংকুলান হচ্ছেনা।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "সা'লাবাহ্‌র উপর আফসোস্!"

অতঃপর যখন হুযূর আক্বদাস (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যাকাত সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করলেন, লোকেরা তাঁদেরকে আপন আপন সাদক্বাহ্‌সমূহ দিয়ে দিলো। যখন সা'লাবার নিকট গিয়ে তাঁরা সাদক্বাহ্ তলব করলেন, তখন সে বললো, "এটাতো ট্যাক্স (কর) হয়ে গেলো! যাও, আমি চিন্তা-ভাবনা করে নিই।"

যখন তাঁরা (যাকাত সংগ্রহকারীগণ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে ফিরে আসলেন, তখন তাঁদের পক্ষ থেকে কিছু আবেদন করার পূর্বেই হুযূর দু'বার এরশাদ করলেন, 'সা'লাবাহ্‌র উপর আফসোস্!" তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। অতঃপর সা'লাবাহ্ সাদক্বাহ্ (যাকাত) নিয়ে হাযির হলো। তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ সাদক্বাহ্ গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।" আর সে আপন মাথায় মাটি মেরে (দুঃখ প্রকাশ করে) ফিরে গেলো।

অতঃপর এ সাদক্বাহ্‌কে সে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে তাঁর নিকট নিয়ে এসেছিলো। তিনিও তা গ্রহণ করেন নি। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফত আমলে তাঁর নিকট নিয়ে এসেছিলো। তিনিও তা গ্রহণ করেন নি। হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফতের সময় সে ধ্বংস হয়েছিলো। (মাদারিক)

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকার করেছিলো, 'যদি তিনি আমাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করেন, তবে আমরা নিশ্চয় সাদক্বাহ্ দেবো এবং আমরা নিশ্চয় ভাল মানুষ হয়ে যাবো (১৭৯)।'

فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং মুখ ফিরিয়ে উল্টে গেলো।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. অতঃপর এর পেছনে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মুনাফিকী স্থাপন করলেন ঐ দিবস পর্যন্ত, যেটার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে, পরিণাম এটার যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে মিথ্যা অঙ্গীকার করেছে এবং পরিণাম এরই যে, তারা মিথ্যা বলতো (১৮০)।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৮. তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরের গোপন কথা এবং তাদের কানাঘুষা জানেন এবং এও যে, আল্লাহ্ সমস্ত অদৃশ্য বিশেষভাবে জানেন (১৮১)?

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ

৭৯. ঐসব লোক, যারা দোষারোপ করে ঐসব মুসলমানকে, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদক্বাহ্ দেয় (১৮২) এবং তাদেরকেও যারা কিছুই পায়না,

টীকা-১৮০. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন– এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার কারণে 'মুনাফিকী' সৃষ্টি হয়। সুতরাং মুসলমানদের উপর কর্তব্য যে, এসব গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবে।

হাদীস শরীফে আছে যে, 'মুনাফিক'-এর তিনটা চিহ্নঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়া'দা করে, রক্ষা করেনা, যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় আত্মসাৎ করে।

টীকা-১৮১. তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই। তিনি মুনাফিকদের অন্তরের কথাও জানেন। আর পরস্পরের মধ্যে তারা একে অপরকে যা বলে তাও (জানেন)।

টীকা-১৮২. **শানে নুযূলঃ** যখন সাদক্বাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তখন লোকেরা সাদক্বাহ্ নিয়ে আসলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অধিক পরিমাণে

নিয়ে আসলেন। তাঁদেরকে তো মুনাফিকগণ 'রিয়াকার' (লোক দেখানোর জন্য সাদক্বাহ্দাতা) বললো; আর কেউ মাত্র এক সা' পরিমাণ নিয়ে আসেন। তখন তাদের উদ্দেশ্যে তো বললো, "আল্লাহ্‌র নিকট এর দরকারই বা কি" এ জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যখন রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে সাদক্বাহ্ প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করলেন, তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ চার হাজার দিরহাম নিয়ে আসলেন এবং আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার সমগ্র সম্পত্তি ছিলো আট হাজার দিরহাম। এ চার হাজার তো আল্লাহ্‌র পথে উপস্থিত। আর বাকী চার হাজার আমি আমার পরিবারের লোকদের জন্য রেখে দিয়েছি।" হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "যা তুমি দিয়েছো আল্লাহ্ তাতে বরকত দিন। আর যা রেখে দিয়েছো তাতেও বরকত দান করুন!" হুযূর (দঃ)-এর দো'আর ফলশ্রুতি এ হলো যে, তাঁর সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলো। এমনকি তিনি যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি দু'জন স্ত্রী রেখে যান। তারা তাঁর সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পেলেন; যার পরিমাণ এক লক্ষ আট হাজার দিরহাম ছিলো।

টীকা-১৮৩. আবূ আক্বীল আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক সা' খেজুর নিয়ে হাযির হন। আর তিনি রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে আরয করলেন, "আমি সারারাত পানি উঠানোর মজুরী করেছি। এর পারিশ্রমিক হিসেবে দু'সা' খেজুর পেয়েছি। এক সা'তো আমি পরিবারের সদস্যদের জন্য রেখে এসেছি; আর এক সা' আল্লাহ্‌র রাস্তায় উপস্থিত।" হুযূর (দঃ) এ সাদক্বাহ্ কবূল করেছিলেন এবং এর যথেষ্ট মূল্যায়ন করেছিলেন।

إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩

কিন্তু নিজ পরিশ্রম দ্বারা (১৮৩), অতঃপর তারা তাঁদেরকে বিদ্রূপ করে (১৮৪)। আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপের শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٨٠

৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন কিংবা না-ই করুন, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না (১৮৫)। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্ ফাসিকদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না (১৮৬)।

রুকূ' - এগার

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ٨١

৮১. যারা পশ্চাতে রয়ে গেলো তারা একথার উপর খুশী হলো যে, তারা রসূলের পশ্চাতে বসে আছে (১৮৭) এবং তাদের নিকট একথা পছন্দ হলো না যে, নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে; এবং বললো, 'এ গরমের মধ্যে (অভিযানে) বের হয়োনা।' আপনি বলুন, 'জাহান্নামের আগুন সর্বাপেক্ষা বেশী গরম।' যে কোন প্রকারে তাদের বুঝে আসতো (১৮৮)!

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٢

৮২. সুতরাং তাদের উচিত যেন অল্প হাসে এবং প্রচুর কাঁদে (১৮৯); ফলস্বরূপ সেটারই, যা তারা উপার্জন করতো (১৯০)।

فَإِن

৮৩. অতঃপর, হে মাহবূব! (১৯১) যদি

টীকা-১৮৪. মুনাফিকগণ এবং সাদক্বাহ্‌র স্বল্পতার উপর লজ্জা দিতো।

টীকা-১৮৫. শানে নুযূলঃ উপরোল্লেখিত আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হলো এবং মুনাফিকদের কপটতার মুখোশ খুলে গেলো আর মুসলমানদের নিকট এটা প্রকাশ পেলো, তখন মুনাফিকগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং তাঁর নিকট ওযর পেশ করে বলতে লাগলো, "আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন!" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না, যদিও আপনি (হে হাবীব!) প্রার্থনার মধ্যে অতিমাত্রায় জোর দেন।

টীকা-১৮৬. যারা ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরের উপর অটল থাকে। (মাদারিক)

টীকা-১৮৭. তাবূকের যুদ্ধে যায়নি।

টীকা-১৮৮. তবে তারা কিছু সময়ের জন্য গরম সহ্য করতো এবং চিরস্থায়ী আগুনের মধ্যে জ্বলা থেকে নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতো।

টীকা-১৮৯. অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে খুশী হওয়া এবং হাস্য করা, চাই যতই দীর্ঘকালের জন্য হোক, কিন্তু আখিরাতের ক্রন্দনের তুলনায় অতি অল্পই। কেননা, দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাত হচ্ছে স্থায়ী ও অনন্ত।

টীকা-১৯০. অর্থাৎ আখিরাতের ক্রন্দন দুনিয়ার মধ্যে হাস্য করা ও অসৎ কাজ করারই পরিণাম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে অতি অল্পই হাসতে আর খুব বেশী ক্রন্দন করতে।"

টীকা-১৯১. তাবূকের যুদ্ধের পর।

টীকা-১৯২. অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে আছে।

টীকা-১৯৩. যদি ঐসব মুনাফিক, যারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়ে বসে রয়েছিলো

টীকা-১৯৪. অর্থাৎ স্ত্রীলোক, ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ এবং বিকলাঙ্গদের সাথে।

মাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি থেকে প্রতারণা ও ধোকাবাজি প্রকাশ পায় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত। আর শুধু ইসলামের দাবীদার হলেই তার সাথে সঙ্গ দেয়া ও তার পক্ষ সমর্থন করা বৈধ হয়না। এ কারণে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে মুনাফিকদেরকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আজকাল যেসব লোক বলে, "প্রত্যেক কলেমা আবৃত্তিকারীকে সাথে নিয়ে নাও এবং তার সাথে ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করো;" এটা পবিত্র ক্বোরআনের এ নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

টীকা-১৯৫. এ আয়াত শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মুনাফিকের জানাযার নামাযে এবং তাদের দাফনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কাফিরের জানাযার নামায কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। আর কাফিরের কবরের পার্শ্বে দাফন করা ও যিয়ারতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াও নিষিদ্ধ। আর এ যে, এরশাদ করেছেন (এবং তারা ফাসেক্বীর মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে) এখানে فسق দ্বারা 'কুফর' বুঝানো হয়েছে। ক্বোরআন করীমের মধ্যে অন্য জায়গায়ও 'ফিস্‌ক্ব' (فسق) 'কুফর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আয়াত أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا-এর মধ্যে (হয়েছে)।

মাস্আলাঃ 'ফাসিক্ব' ★ (কবীরাহ্ গুনাহ্কারী)-এর জানাযার নামায পড়া বৈধ। এর উপর সাহাবা ও তাবেঈনের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাই নেক্‌কার আলিমগণের আমল। আর এটাই হচ্ছে- আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের অভিমত।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে মুসলমানদের জন্য জানাযার নামাযের বৈধতাও প্রমাণিত হয়। আর তা 'ফরয-ই-কিফায়া' হওয়া 'হাদীস-ই-মাশহূর' দ্বারা প্রমাণিত।

মাস্আলাঃ যে ব্যক্তির 'মু'মিন হওয়া' ও 'কাফির হওয়া'র মধ্যে সন্দেহ হয় তার জানাযার নামায পড়া যাবেনা।

আল্লাহ্ আপনাকে তাদের (১৯২) মধ্য থেকে কোন দলের দিকে ফেরৎ নিয়ে যান এবং তারা (১৯৩) আপনার নিকট জিহাদে বের হবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তবে আপনি বলে দিন, 'তোমরা কখনো আমার সাথে বের হবেনা এবং কখনো আমার সঙ্গে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে। সুতরাং বসে থাকো তাদেরই সাথে, যারা পেছনে বসে থাকে (১৯৪)।'

رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. এবং তাদের মধ্যে কারো মৃতের উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং না তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং নির্দেশ অমান্য করার (ফাসিকী) মধ্যেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে (১৯৫)।

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. এবং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর আশ্চর্যবোধ করবেন না। আল্লাহ্ এটাই চান যে, তা দ্বারা তাদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি দেবেন এবং কুফরের উপরই তাদের শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবে।

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. এবং যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এ মর্মে যে, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করো, তখন তাদের

وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ

মাস্আলাঃ যখন কোন কাফির মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তার অভিভাবক মুসলমান হয়, তবে তার উচিৎ যেন সুন্নাতসম্মত উপায়ে গোসল না দেয়, বরং নাপাকীর ন্যায় তার উপর পানি ঢেলে দেয় এবং না সুন্নাতসম্মত উপায়ে তাকে কাফন দেবে, বরং এতটুকু কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে দেবে, যাতে সতরটা ঢাকা যায়, না সুন্নাতসম্মত উপায়ে দাফন করা যাবে, না সুন্নাতসম্মত উপায়ে কবর তৈরী করা যাবে; নিছক একটা গর্ত খনন করে সেটার মধ্যে রেখে তাকে মাটি দিয়ে চাপা দেয়া হবে।

শানে নুযূলঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিকদের নেতা ছিলো। যখন সে মারা গেলো, তখন তার পুত্র, যিনি একজন সৎ মুসলমান ও নিষ্ঠাবান সাহাবী এবং অধিক ইবাদতকারী ছিলেন, আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যেন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূলকে কাফন পরানোর জন্য আপন জামা মুবারক দান করেন এবং তাঁর জানাযার নামায পড়িয়ে দেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা

★ 'ফাসিক্ব' (فَاسِق)ঃ ক্বোরআনের পরিভাষায় 'ফাসিক্ব' শব্দটা 'কাফির' ও 'কবীরাহ্ গুনাহ্কারী' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আনুহুর রায় এর বিপক্ষে ছিলো। কিন্তু যেহেতু ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নিষেধ আসেনি এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জানা ছিলো যে, হুযূরের এ কাজ এক হাজার মানুষের ঈমান গ্রহণের কারণ হবে, সেহেতু হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন জামা মুবারক দান করেছিলেন এবং জানাযার নামাযেও শরীক হয়েছিলেন।

মুবারক জামা দান করার একটা কারণ এও ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), যিনি বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার নিজ জামা তাঁকে পরিয়েছিলো। সেটা পরিশোধ করাই হুযূরের উদ্দেশ্য ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর পরে কখনো বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন মুনাফিকের জানাযার নামাযে শরীক হননি। আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরোক্ত কাজের শুভ ফলশ্রুতিও পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেছে। সুতরাং যখন কাফিরগণ দেখলো যে, এমন কট্টর শত্রুও যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জামার বরকত অর্জন করতে চাচ্ছে, তখন তার বিশ্বাসের মধ্যেও, তিনি (দঃ) আল্লাহ্‌র হাবীব (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) এবং তাঁর সত্য রসূল হন; একথা ভেবে এক হাজার কাফির মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-১৯৬. তাদের কুফর ও মুনাফেকী অবলম্বন করার কারণে;

টীকা-১৯৭. যে, জিহাদের মধ্যে কেমন সাফল্য ও সৌভাগ্য! আর বসে থাকার মধ্যে কেমনই ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য রয়েছে!

টীকা-১৯৮. উভয় জগতের;

টীকা-১৯৯. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অজুহাত পেশ করার জন্য।

'দাহ্‌হাক'-এর অভিমত হচ্ছে- এরা আমের ইবনে তোফায়লের দল ছিলো। তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করেছিলো, "হে আল্লাহ্‌র নবী! যদি আমরা আপনার সাথে জিহাদে যাই, তবে তাঈ গোত্রের আরবরা আমাদের বিবি, সন্তান-সন্ততি এবং পশুগুলো লুণ্ঠন করে দিয়ে যাবে।" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আর তিনি আমাকে তোমাদের মুখাপেক্ষী করবেন না।" আমর বিন আলা বলেন, "ঐ সব লোক মিথ্যা অজুহাত বানিয়ে পেশ করেছিলো।"

মধ্যে শক্তি-সামর্থ্যবান লোকেরা আপনার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদেরকে রেহাই দিন যাতে আমরা যারা বসে থাকে তাদের সাথী হয়ে যাই।'

اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. তাদের পছন্দ হলো যে, পেছনে যেসব নারী রয়ে গেছে তাদেরই সাথী হয়ে যাবে এবং তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর করা হয়েছে (১৯৬); সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না (১৯৭)।

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. কিন্তু রসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবনসমূহ দ্বারা জিহাদ করেছে এবং তাদের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে (১৯৮); আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে।

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন বেহেশ্‌তসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা সর্বদা তাতেই অবস্থান করবে। এটাই মহা সাফল্যলাভ।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

রুকূ' - বার

৯০. এবং অজুহাত রচনাকারী মরুবাসীরা আসলো (১৯৯) যেন তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং বসে রইলো ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে মিথ্যা কথা বলেছিলো (২০০); অতি সত্ত্বর তাদের মধ্যেকার কাফিরদের নিকট বেদনাদায়ক শাস্তি পৌঁছবে (২০১)।

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

৯১. দুর্বলদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই (২০২), না পীড়িতদের বিরুদ্ধে (২০৩) এবং না

لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا

টীকা-২০০. এটা অপর দলের অবস্থা, যারা কোন অজুহাত ছাড়াই বসে রয়েছিলো। এরা মুনাফিক ছিলো। এরা ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ছিলো।

টীকা-২০১. পৃথিবীতে নিহত হবার এবং আখিরাতে জাহান্নামের।

টীকা-২০২. মিথ্যা অজুহাত রচনাকারীদের উল্লেখ করার পর সত্য অজুহাতধারীদের সম্পর্কে এরশাদ করেন যে, তাদের উপর জিহাদ ফরয হবার নির্দেশ স্থগিত হয়। তারা কোন্ ধরণের লোক ছিলো, তাদের কয়েকটা স্তরের কথা বর্ণনা করেছেনঃ

প্রথমতঃ দুর্বল। যেমন- বৃদ্ধ, ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকগণ। আর এসব লোকও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যারা জন্মগতভাবে শক্তিহীন, দুর্বল, রোগা ও অকেজো।

টীকা-২০৩. এটা দ্বিতীয় স্তর; যাতে অন্ধ, খোঁড়া এবং পঙ্গুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ
حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ مَا عَلَى
الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ
تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ
حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ
وَهُمْ اَغْنِيَآءُ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ
الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

তাদের বিরুদ্ধে, যাদের ব্যয় করার সামর্থ্য নেই (২০৪) যখন তারা আল্লাহ্ ও রসূলের শুভাকাংখী থাকবে (২০৫)। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন পথ নেই (২০৬); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৯২. এবং না তাদের উপর, যারা আপনার দরবারে উপস্থিত হয় যেন আপনি তাদেরকে বাহন দান করেন (২০৭), আপনার নিকট এ জবাব পেয়েছে যে, 'আমার নিকট কোন কিছু মওজুদ নেই, যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ করাবো।' ★★ ফলে, তারা এভাবে ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ থেকে অশ্রু বিগলিত হতে থাকে এ দুঃখে যে, তারা অর্থ-ব্যয়ের সামর্থ্য পায়নি। ★★★

৯৩. অভিযোগ তো তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা আপনার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে; অথচ তারা ধনবান (২০৮)। তাদের পছন্দ হলো যে, স্ত্রীলোকদের সাথী হয়ে পেছনে বসে থাকবে; এবং আল্লাহ্ তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর করে দিয়েছেন। ফলে, তারা কিছুই জানে না (২০৯)। ★★★★

টীকা-২০৪. এবং জিহাদের সামগ্রী যোগাড় করতে পারেনি এমন লোকেরা জিহাদে না গিয়ে থেকে গেলেও তাদের উপর কোন গুনাহ্ নেই।

টীকা-২০৫. তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের খোঁজ-খবর নেয় ও দেখাশুনা করে।

টীকা-২০৬. পাকড়াও করার।

টীকা-২০৭. শানে নুযূলঃ রসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক জিহাদে যাবার জন্য হাযির হলেন। তাঁরা হুযূরের দরবারে সওয়ারীর জন্য দরখাস্ত করলেন। হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "আমার নিকট কিছু নেই, যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ করাবো।" তখন তাঁরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ফিরে গেলেন। তাঁদের সম্বন্ধে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। ★

টীকা-২০৮. জিহাদে যাবার সামর্থ্য রাখে। এতদ্‌সত্ত্বেও

টীকা-২০৯. যে, জিহাদের মধ্যে কি উপকার ও প্রতিদান রয়েছে। ★★★★

★ এ থেকে কয়েকটা মাস্‌আলা প্রমাণিত হয়ঃ-

১) ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য চাওয়া জায়েয। এ কারণে, গরীব 'তালেবে ইলম' (শিক্ষার্থী) প্রয়োজনমত সাহায্যের প্রার্থী হতে পারবে। দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করাও জিহাদের মত ইবাদত।

২) নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থই দান করা উচিত। কেননা, সাহাবা কেরামের নিকট তো নিজেদের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সামগ্রী মওজুদ ছিলো যা তাঁরা গরীবদেরকে দেননি।

৩) যেই জিহাদে সফর করতে হয়, তা কারো উপর ফরয হওয়ার জন্য তার নিকট সফরের যানবাহন থাকা ও পাওয়া পূর্বশর্ত। যেমন- হজ্জ্ব প্রত্যেক মক্কাবাসীর উপর ফরয। কিন্তু এর বাইরের লোকেদের মধ্যে শুধু ধনীদের উপর ফরয। গরীবদের উপর নয়। (নূরুল ইরফান)

★★ এখানে স্মর্তব্য যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 'আমার নিকট কোন কিছু মওজুদ নেই' বলা প্রার্থীকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নয়, বরং 'ওযর' পেশ করার জন্যই ছিলো। 'হুযূরের পবিত্র মুখে প্রার্থীকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কখনো 'لَا' (না) শব্দ উচ্চারিত হয়নি।' (হাদীস)

একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, এখানে 'لَا اَجِدُ' 'আমার নিকট নেই' বলা প্রকাশ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ছিলো নতুবা হুযূর তো আল্লাহর ধন-ভাণ্ডারের মালিক। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন– اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ (অর্থাৎ "তাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন আপন অনুগ্রহ থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল।")

হুযূরের এ ওযর পেশ করার মাধ্যমে উম্মতদেরকে ওযর পেশ করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। সুতরাং দেওবন্দী ওহাবীদের জন্য এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করার সুযোগ নেই। (নূরুল ইরফান)

★★★ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সৎকাজ করতে না পেরে আফসোস করা এবং ক্রন্দন করাও ইবাদত। অনুরূপভাবে, পাপ করে অনুশোচনা করা এবং কান্নাকাটি করাও ইবাদত। (নূরুল ইরফান)

★★★★ দশম পারা সমাপ্ত।

এ ক্বোরআন মজীদের পারা ও সূরার সূচী